রঙিন কাঁচঘর

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

একুশশতক
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RANGIN KANCHGHAR

A Collection of Bengali Poems

WRITER : DR. TAPAN KUMAR BISWAS

Mobile: 9433125195

Rs. 100.00 only

প্রথম প্রকাশ : ১৯শে জানুয়ারি ২০২০

গ্রন্থস্বত্ত্ব : ডাঃ দীপালী বিশ্বাস, সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪

প্রচ্ছদ : ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

প্রকাশক

সুমিত্রা কুণ্ডু

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

গীতা প্রিন্টার্স

৫১এ, ঝামাপুকুর লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN :

মূল্য : ১৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:

একুশ শতক/ প্রিন্ট ও বুকস

৩৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০৭৩

আদিপাল ব্রাদার্স,

কে কে মিত্র রোড, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪

উৎসর্গ

আমার ভাই

কবি অমল বিশ্বাস

কে

মুখবন্ধ

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের পঞ্চম গ্রন্থ 'রঙিন কাঁচঘর'। 'রঙিন কাঁচঘর' কবিতার বই। তার পূর্বে প্রকাশিত 'ফিরে আসা, 'জেগে আছি' ও 'জনারণ্যে পদাতিক' এই তিনটি কবিতার বই এবং—'মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' ভ্রমণকাহিনী। পূর্বের প্রকাশিত সকল গ্রন্থই পাঠকের মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে।

'রঙিন কাঁচঘর' এই বইটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের ভাববৈচিত্র। প্রতিটি কবিতাই এক একটি আলাদা অভিমুখে রচিত। তাই প্রতিটি লেখার মধ্যেই স্বাদের ভিন্নতা পাওয়া যায়। বইটিতে একমুখিনতা নেই, একঘেয়েমি নেই। পাঠক এক একটি কবিতার মধ্যে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন কবিকে—তার ভাবনার বহুমুখী সত্তাকে। কবিতা পড়লেই যদি কবিতা শেষ হয়ে যায়, রেশ না থাকে তাহলে সে কবিতায় গভীরতা কোথায়? ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের কবিতা পড়ে পাঠক আবিষ্কারে বসে যাবেন, অনুসন্ধানে ফিরে যাবেন, ভাবনায় ডুবে যাবেন। ভিন্ন ভিন্ন পাঠক একই কবিতার ভিন্ন অর্থ খুঁজবেন, ভিন্ন স্বাদ আহরণ করবেন, আর এখানেই লেখকের স্বার্থকতা, এখানেই আধুনিক কবিতার মর্মার্থও বটে।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তার মধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, চিন, রাশিয়া, মিশর, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টিন, হংকং, ম্যাকাউ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমি সকল সময়েই তার ভ্রমণসঙ্গী ছিলাম। তখন আমরা ওই সকল দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও ভৌগলিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করতাম নিবিড় ভাবে। তার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে এসবের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্যেই আমরা ভ্রমণ করেছি। কবিতায় তারও উপস্থিতি ও বর্ণনা স্পর্শ করে। 'রঙিন কাঁচঘর' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় তার উল্লেখ কবিতাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে।

'রঙিন কাঁচঘর' বইটির মধ্যে অনেকগুলি কবিতা যেমন: রঙিন কাঁচঘর, পুরুষ আকাঙ্ক্ষা, কুর্নিশ, প্রাচীন গল্প, ঘুঙুর, রাজভিখারি, ইন্দ্রাণী, জটলা, সকল রমণীকে বলছি, গোয়া বীচ, রুদ্ধবাক, পৃথিবী ও নারী, বুলবুলিরা ফেরে না, ঈশ্বর ও প্রিয়তমা, ব্যথা বলে কিছু ছিল না, পদ, চাবি, স্বগৃহে, পাহাড় ও পর্বতের জন্ম, মৃত্যুর পর, ইচ্ছা মৃত্যু, অন্য একটি পুনর্জন্ম, রোদ্দুর ছোঁয়া ঘাম প্রভৃতি অনেক কবিতা পাঠকদের মনকে আলোড়িত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তার লেখনী এমন একটি উপহার দিচ্ছে ভেবে আমিও আপ্লুত হচ্ছি।

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত
কলকাতা-৭০০১২৪

লেখক পরিচিতি

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস এমবিবিএস, এফসিজিপি (দিল্লী)
সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা
সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বারাসাত।
রাজ্য সভাপতি (২০১৮-১৯), ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি।
আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি।
আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স।
প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা।
প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল।
প্রাক্তন সম্পাদক, ইয়োর হেলথ, সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা—আই এম এ।
প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল।
প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি।
প্রাক্তন সভাপতি, বিজিনেস মেন্স অ্যাসোসিয়েশন, টাকি রোড, বারাসাত।

লেখকের গ্রন্থ ঃ
ফিরে আসা
জেগে আছি
মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে
জনারণ্যে পদাতিক

ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস পেশায় একজন চিকিৎসক।
তিনি একজন দক্ষ সংগঠক, সমাজসেবী, সুলেখক ও সুবক্তা।
তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা 'ইওর হেলথ'-এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।
তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত আই এম এর 'নিউজ ম্যগে'-এ নিয়মিত লেখেন।
তার ছোটোবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস। তিনি স্কুল ও কলেজের পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন।

তার কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি তার লেখা তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে আসা', 'জেগে আছি' ও 'জনারণ্যে পদাতিক' প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ তিনটি পাঠকদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ তৈরি করেছে। মিশর ভ্রমণ নিয়ে তার লেখা 'মিশরঃ মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' পাঠকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই বইখানি প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। মিশরের বিশদ ইতিহাস, ভৌগলিক বর্ণনা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব রয়েছে বইখানিতে। তার আধুনিক কবিতার গ্রন্থ 'জনারণ্যে পদাতিক' তার অন্যতম সৃষ্টি।

তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্য ও বড়ো বড়ো শহর ভ্রমণ করেছেন সাংগঠনিক ও পেশাগত কারণে। তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন: মিশর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, রাশিয়া, চিন, হংকং, উজবেকিস্তান, ম্যাকাউ, ইউরোপের—গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি প্রভৃতি।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার বাগডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা শ্রীমতি নিশারানী বিশ্বাস। তার মা তার দার্শনিক। তার বাবা শ্রী হরিদাস বিশ্বাস ১৯৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন। তার বাবা ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবি ও পরোপকারি। সমাজে তাঁর অবদানের কথা এখনও মানুষ স্মরণ করে। ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস তার বাবার আদর্শে বড় হয়েছেন শৈশবকাল থেকেই।

তার স্ত্রী ডাঃ দীপালী বিশ্বাস তার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস সকল সময়েই। ডাঃ দীপালীর সঙ্গে ১৯৮৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার বিবাহ হয়।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের দুই ছেলে। বড়ো ছেলে ডাঃ রাজেশ বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক। বর্তমানে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্ত্রীরোগের উপর পোস্ট-গ্রাজুয়েশন করছেন।

ছোটো ছেলে শ্রী মুকেশ বিশ্বাস একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি আই আই টি রুড়কি থেকে ইন্টেগ্রেটেড এম টেক পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউরোপে একটি নামী কোম্পানিতে কন্সালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস চিকিৎসা পেশার বাইরে সমাজ সেবার সঙ্গে নিযুক্ত। সদালাপী ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস একজন জনদরদী চিকিৎসক ও সমাজসেবী হিসাবে মানুষের নিকট পরিচিত। অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য সকলের নিকট তার আলাদা ভাবমূর্তি রয়েছে।

তিনি চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৯৯৩ সাল থেকে জড়িত। তিনি শাখাস্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেছেন।

তিনি দেশের বাইরে ও সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা বিষয়ে বক্তৃতা করতে যান।

তিনি রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত।

তিনি দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

তিনি আরও কয়েকজন সমাজসেবীকে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়মিত বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাস, শ্রী রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী মলয় ভট্টাচার্য, শ্রী মহাদেব বসাক প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজসেবীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মানুষের সেবা করে চলেছেন।

তিনি বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান করেন। তিনি বারাসাত আই এম এ বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়মিত প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

সূচিপত্র

রঙিন কাঁচঘর ৯ ❐ কুর্নিশ ১০ ❐ সিঁড়ি ১২ ❐ ব্যথা বলে কিছু ছিল না ১৩ ❐ গঙ্গোত্রী স্নান ১৪ ❐ বুলবুলিরা ফেরে না ১৫ ❐ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ১৭ ❐ তেপান্তরের বৈঠক ১৮ ❐ একসময় তোমার কবিতা ভালোবাসতাম ১৯ ❐ আমি জীবনানন্দ ২০ ❐ পুরুষ আকাঙ্ক্ষা ২১ ❐ অন্য একটি পুনর্জন্ম ২২ ❐ ফিরিয়ে দাও ২৩ ❐ তেইশ আঠারো ২৪ ❐ বিধাতার রীতি ২৫ ❐ ইন্দ্রাণী ২৬ ❐ আমাজনে স্বপ্নবিরতি ২৭ ❐ ভ্রান্তি ২৮ ❐ পাহাড় ও পর্বতের জন্ম ২৯ ❐ তিনসুকিয়ার রক্তস্রোত ৩০ ❐ বনসাই ৩১ ❐ লিচু ৩২ ❐ জটলা ৩৩ ❐ চাবি ৩৫ ❐ মৃত্যুর পর ৩৬ ❐ গোয়া বীচ ৩৭ ❐ শ্রাবণে হরিহরণ ৩৮ ❐ মায়াজাল ৩৯ ❐ বিশ্বস্ত বনবিহার ৪০ ❐ সকল রমণীকে বলছি ৪১ ❐ পদস্খলনের পর ৪২ ❐ উত্তপ্ত জ্যৈষ্ঠে ৪৩ ❐ ধিক ৪৪ ❐ লিখন ৪৫ ❐ দূষিত সিঁদুর ৪৬ ❐ পদ ৪৭ ❐ উল্টোরথে স্প্যানিশ গিটার ৪৮ ❐ নিষেধ ৪৯ ❐ পেছন ফিরতে নেই ৫০ ❐ আগুন ৫১ ❐ শাস্তি ৫২ ❐ জল চাই জল ৫৩ ❐ সহমরণ ৫৪ ❐ একটি ভোরের প্রত্যাশা ৫৫ ❐ রুদ্ধবাক ৫৬ ❐ আমার বনভূমি ৫৭ ❐ চৈত্র আবাহন ৫৮ ❐ যন্ত্রণা নিঃসঙ্গ ৫৯ ❐ রোদ্দুর ছোঁয়া ঘাম ৬০ ❐ গ্লানিহীন রথিন ৬১ ❐ পুণ্যস্নান ৬২ ❐ অচেনা লখিন্দর ৬৩ ❐ কে তুমি? ৬৪ ❐ বিচলিত ৬৫ ❐ এক পশলা বৃষ্টির জন্যে ৬৬ ❐ খড়্গ ৬৭ ❐ পৃথিবী ও নারী ৬৮ ❐ ঈশ্বর ও প্রিয়তমা ৬৯ ❐ চম্পাকলি আলাপন ৭০ ❐ রাজভিখারি ৭২ ❐ তুখোড় একনায়ক ৭৩ ❐ প্রাচীন গল্প ৭৪ ❐ ফড়িং ও ফুল ৭৫ ❐ ঝড় বৃষ্টি ও সোনা রোদ্দুরে ৭৬ ❐ মুক্তি ৭৭ ❐ ইচ্ছা মৃত্যু ৭৯

রঙিন কাঁচঘর

হলুদ প্রজাপতি লাল গোলাপের বন্ধু চিরদিন
এই দেখা তো এই ছুঁয়ে যাওয়া
এই লুকোচুরি খেলা তো এই চলে যাওয়া
ওদের নীলাম্বরী বাগানঘরে ওদের আসা যাওয়া।

আমার ঘরখানি আমার হস্তিনাপুর
আমার প্রিয় রঙিন কাঁচঘর।
আমার ইচ্ছে মত আলো
আমার পছন্দ মত রঙের আসা যাওয়া।
ঘরের বাতাসটুকু সেও আমারই
আমার প্রাণের আধার
নীল কলম আর সবুজ ডায়েরি আমার সঙ্গী।

তোমাকে কবিতা শোনাতে আমার আলাদা উত্তেজনা
শুনতে শুনতে দেখেছি তুমি হয়েছ আনমনা
তখন তুমি একেবারেই তোমাতে, ফিরে গেছ তোমার জগতে
আমি ফিরে এসেছি আমার রং তুলি কলমে
তখনও তুমিই আমার হলুদ প্রজাপতি।

এভাবেই সংবৎসর আনাগোনা দুজনের
এভাবেই 'একঘরে তে বসত করি দুজনে'।
আমাদের হঠাৎ দেখা হঠাৎ পাওয়া
হঠাৎ গাওয়া হঠাৎ চলে যাওয়া যে যার নিজের ভুবনে।

আমার কবিতা শুনতে শুনতে কখন তুমি ঘুমে অচেতন
চৌত্রিশ বছর আমরা রঙিন কাঁচের এপারে
আমার ইচ্ছেগুলো নানা রঙের বুলবুলি
আমার ঘরের কার্নিশে এসে নাচতে থাকে।
বুলবুলিরা বলে, 'আমরা নাচতে আসি তোমার মনের কার্নিশে
তুমি যে নাচ ভালোবাস।
ওরা উত্তুরে হাওয়া হয়ে গানও করে আমার জন্যে।

আমার রঙিন কাঁচঘরে তুমি আমার বাল্টিক সাগর
তুমি আমার নেভা নদী
আমি তোমার পালতোলা জাহাজের ভাস্কো দা গামা
আমি তোমার সারাদিনের অঙ্গীকার, সন্ধের তুলসীতলা.
তুমি একমনে আমার কবিতা শোনো বা নাই শোনো
তুমিই আমার রঙিন কাঁচঘর।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

কুর্নিশ

প্রথমে প্রকৃতির রীতি ছিল নিয়মিত প্রজনন
তারপর মানুষ মেতে ওঠে আকণ্ঠ ভোগে।
তখন কেউ মৃত্যু চাইল না।
অথচ কি আশ্চর্য মৃত্যু পিছু ছাড়ছে না কারো
ভাম বেড়ালের মত।

রোগা মেয়েটি সেও রুটি আর সালাড ভালোবাসত
—শরীরে মেদ ঠিক থাকে।
অধ্যাপক ওই রোগা মেয়েটির কাঁধে হাত রেখেছিলেন
এরপর প্রায়শই রাখতেন
শনিবার রাতের পার্টিতে—প্রকাশ্যে
কারো মধ্যেই ইতস্ততঃ ভাব ছিল না।

ভোগবাদীরা দেবদারু গাছ হতে পারে না।
সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না হুইস্কির গ্লাস হাতে
টলতে টলতেই শাসন করেন মোনালিসাকে।
অধ্যাপক নিজের ছেলেকে 'মানুষ হ'—বলে রোজ পেটান।
শনিবার রাতের পার্টিতে রোগা মেয়েটির হাত চুম্বন করেন।
—এবং প্রায়শই করেন।
অধ্যাপক এক সকালে খুব মুষড়ে পড়লেন—
রোগা মেয়েটি স্কলারশিপ নিয়ে প্যারিস চলে গেছে।

এগারো বছর পর—
যখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে অনেকেই
রোগা মেয়েটির প্রথম প্রেমিক বসে আছে।
এগারো বছর পর—
প্রাতঃস্মরণীয় পক্ককেশ অধ্যাপক বসে আছেন
শনিবার রাতের পার্টিতে।
এক টেবিলেই মুখোমুখি—
সামনের হুইস্কির গ্লাস দুটি তখন উন্মুক্ত ক্লিওপেট্রা।
এক তরুণ শিল্পী তখন ছবি আঁকছিল
প্রজনন ও প্রজাপতির।
এক তরুণ কবি তখন কবিতা লিখছিল
স্বপ্ন ও মৃত্যুর।

এগারো বছর পর সফল রোগা মেয়েটিও দাঁড়িয়ে
সেখানে।

মোবাইল ক্যামেরায় ওদের একটি ছবি তুললাম—
অধ্যাপক, প্রথম প্রেমিক, কবি আর শিল্পী—
ওরা কুর্নিশ করছে রোগা মেয়েটিকে।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

সিঁড়ি

তোমাদের বুকের চব্বিশখানা পাঁজর থেকে
একটি করে পাঁজর খুলে দাও আমাকে
সাতশো তেত্রিশ কোটি মানুষের
জন্য একটি সিঁড়ি বানাব।
সাত আকাশের ওপারে
সপ্তম স্বর্গ।
সিঁড়ির নিচের ধাপে
আমি কাঁধ পেতে আছি।

একে একে উঠে যাবে মানুষ
আমার পিঠ বেয়ে
আমার কাঁধ বেয়ে
সাতশো তেত্রিশ কোটি মানুষের পর
সব শেষে যাব আমি
সপ্তম স্বর্গে।
তোমরা শুনে রাখ—
পৃথিবীর জন্যেও একটা ঘর আছে সেখানে
সব মানুষ একঘরে থাকবে
সে ঘরে জঞ্জাল আর অবিশ্বাস নেই।

ব্যথা বলে কিছু ছিল না

বধ্যভূমিতে এত পরগাছা কেন
বেহালা বাদক কেন সেখানে?
পায়ের বেড়ি খুলে নেওয়া হয়েছে
মৃত্যুর পূর্বে গানও গাইতে পারে চোখ বাঁধা যুবক
আজ পর্যন্ত বধ্যভূমিতে করুন সুর শোনেনি কেউ।

নিঃশ্বাস এত উষ্ণ কেন?
ডানা ঝাপটায় কেন ভীরু কিশোরী?
সব কিছু বোঝার আগেই এত অবুঝ মেয়েটি?
সেলোটেপ ষোড়শীর কান্না থামিয়ে দিয়েছে
ঘটনার অনেক আগেই।
'খোলা মরুভূমি যেন নিরুদ্বেগ থাকে
কোন টু-শব্দ হবে না'—
শব্দ কারও ভালো লাগে না কোনদিনই।
—লাতিন আমেরিকা থেকে ভারত—একটাই নির্দেশ।

মন্দির মণ্ডপ সাজিয়ে রাখলেই বলতে পারব না,
'তুমি এক বিদ্যাসাগর অথবা রাজা রামমোহন'।
একটা জুতসই ধাক্কা দাও
বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাক,
দু'একটা মানুষের গায়ে হাত পড়ে পড়ুক
তবেই তো তুমি আসল কুশীলব।

লেখক জানে না,
চুইয়ে পড়া রক্তে কোন শিশুর পদচিহ্ন পড়েছিল কিনা
সে উপত্যকায় ঘাসফুল ফুটেছিল কিনা।
লেখক জানে,
ব্যথা বলে কোনদিন কিছু ছিল না।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

গঙ্গোত্রী স্নান

ইচ্ছে আমারও ছিল—
কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেব একবার—
'তখন অশরীরী বলে কিছু ছিল না, হুজুর'।
তবু নিবেদিতাকে প্রহরীর অনুমতি নিতে হত।

বেয়াড়া ছেলেটা নিবেদিতার কানে ফুসমন্তর দিত
আর গঙ্গার নোংরা জলে স্নান করত দুজনে
'নোংরা জলেও অনেক পুণ্য'
তর্ক করত জলপোকাদের মত
সরল মেয়েটি ঘটি ভরে নোংরা জল আনত ঘরে
নিষেধ শোনেনি আমার।
কতবার সাবধান করেছি ওকে।

আমিও ঝুঁকি নিতে জানি
আমিও একটা জেদ করতে পারতাম
পোষমানা ঈগলের মত একটা জেদ আছে আমার।
ইচ্ছে আমারও করে
পাইন গাছ হয়ে যাই
মাথা উঁচু করে সব কথা বলি সকলকে
সবার কাছে বলি,
'ভালো ঘরের মেয়ে ওরা
ওরা কাজ করে
সঙ্গী হলেই খারাপ হয় না।
নিবেদিতা নিজেই আঁধারে ঘর বেঁধেছে আলোর আশায়'।

সেই তো পালাল ছেলেটা
নিবেদিতাকেও ছাড়ল সেই রাতে।
কেউ বলে, মুক্তির খোঁজে ঘর ছেড়েছিল সে
কেউ বলে, অশরীরী নির্দেশ ছিল উপরতলার
নিবেদিতা নিজেই আঁধার সরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সেদিন নিবেদিতা এসে আমাকে বলল,
'আমাকে গঙ্গোত্রীর জলে স্নান করাবেন?
আমি আপনার পাইনবনে কুটিরবাসী হব'।

বুলবুলিরা ফেরে না

(রাশিয়া ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে ২৪শে আগস্ট ২০১৯)

বাল্টিক সাগর পাড়ের বীচ ক্লাব তখন উত্তাল
মেরিনা ইভানোভা আমার হাত ছেড়েছে অনেক বার
ভদকার পানপাত্র ছাড়েনি একবারও।
গ্লাসে গ্লাস ঠুকেছে আর বলেছে,
'চিয়ার্স, আই লাভ ইন্ডিয়া।'

নয় দিন পর ঘরে ফিরেছি
কিছু খুশি কিছু আনন্দ অশ্রু,
আমি যদি নয়শো বছর পর ঘরে ফিরি?
বাড়িতে তখন শব্দহীন হবে আমার প্রিয়রা।

আমার কাব্য লেখার ল্যাপটপ চোখ বুঁজে আছে,
আফিম খেয়ে পাষাণ হয়েছে
পেটে যেন বারুদ জমিয়ে রেখেছে।
বুকসেলফে ধুলো মেখে বইগুলো
ঘুম ভাঙতে ভুলে গেছে
নয়শো বছর।
ফুলদানিটা তিনটে শুকনো গোলাপ বুকে নিয়ে
বেহুলা পাষাণী।
বিকেলের রোদ্দুরে জোড়া শালিক কার্নিসে বসে না,
দানা ছড়ানোর অভ্যাস
বন্ধ রয়েছে নয় শতক।

এতগুলো অভিমান
আমার চোখে চোখ রেখে
কখনই অভিবাদন জানাতে পারে না আমাকে।
ওদের বলে যেতে পারিনি,
'আমি রাশিয়া বেড়াতে চললাম।
ফুর্তিতে গা ভাসাতে নয়।'

ওদের কাছে নয়টি দিন
আমার নয়শো বছরের অপরাধ।
জোড়া শালিককে বুলবুলি বলে ডাকতাম।
রোজ বিকেলে কার্নিসে দাঁড়াই

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

রোজ বিকেলে দানা ছড়াই
মুঠো মুঠো দানা
সোনামুখি দানা।

সুদূর রাশিয়া ঘুরে আমি ঘরে ফিরেছি
আমার বুলবুলিরা কার্নিসে ফেরেনি আজও।
সুতপা বলল,
'বুঝলেন, এটাই আপনার ভুল
শুধু দানার লোভে বুলবুলিরা ফেরে না।
হয়ত কোথাও ভালোবাসা পেয়েছে ওরা'।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

'জীবন না যুদ্ধ, কাকে পছন্দ কর তুমি?'
নীলাঞ্জনা বলল 'যুদ্ধ'।
পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে
হেলান দিয়ে বলেছিল, 'যুদ্ধ ছেড়ো না তুমি।
যুদ্ধ ছাড়া তোমার ঘুম আসবে না'।

নীলাঞ্জনা ওর কবিতায় লিখল,
'আমি ভালো আছি—একা
রাধা সীতা গান্ধারীর চেয়েও অনেক ভালো।
নারী ছাড়া পুরুষ মানুষকে আমি চিনতে পারি না
জন্ম থেকে মৃত্যু-একটি নারী চাই পুরুষের।
নারীর বুকে মাথা রেখে মরতে চায় ওরা।
কি অসহায় তোমরা, পুরুষ।'

এমনি করে একটা ঝড়ো হাওয়া এল
আমি চোখ মেলে দেখলাম—
নীলাঞ্জনা লক্ষ্মী প্রতিমা হয়ে গেল।
হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এল
নীলাঞ্জনা সরস্বতী প্রতিমা হয়ে গেল।
অথচ কি আশ্চর্য! নীলাঞ্জনা দেখ,
এখনও আমি যুদ্ধ যুদ্ধই খেলছি
পুরুষ রয়ে গেলাম।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

তেপান্তরের বৈঠক

আমি তেপান্তরে গেছিলাম সেদিন
পরমেশ্বর বললেন, ‘ওদিকে দেখো’
হন্তদন্ত ছুটে গেছি সেদিকে
ভোরের ট্রেনের হুইসেল শুনে ফিরে এসেছি।
আবার বললেন, ‘এদিকে দেখো’
স্বল্পবাস নিষিক্ত রমণীকে দেখে ফিরে এসেছি।
বললাম, ‘পরমেশ্বর, কিছুই তো দেখলাম না’।
পরমেশ্বর বললেন, ‘চোখ কান খোলা রেখো
অন্ধ ও বধির থেকে নিজভূমে পরবাসী হয়ো না।
বৈতরণী পার হতে হবে তোমাকে’।

অবাক হলাম একসময়ের নিরীশ্বরবাদীরাও সারিবদ্ধ
আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওরাও ফিসফাস করছে
সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা পাতিহাঁসের মত।

আমার বরকন্দাজকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বললাম।
বিচারালয়ের বিপণীতে অস্ত্র অশোভন
দেখলাম নগরপাল ও রমণীদেরই অবাধ বিচরণ
স্বর্গের সিঁড়িতে,
ভাবলাম ওদের পাপের খাতা শূন্যই থাকে।
অট্ট চিৎকারে বললাম, ‘পরমেশ্বর, পক্ষপাত নয়
পারাপারের দায়িত্ব আমি একাই নেব
ব্যথা ও রক্তপাতহীন বিনোদন ঘটাব তেপান্তরে
নরকের সপ্তম সিঁড়ি পেরিয়ে তখন অনেকগুলো স্বর্গ’।

একসময় তোমার কবিতা ভালোবাসতাম

তোমাদের বাড়ি অনেকটা দূর
পৌঁছতে পারি না
পায়ের ব্যথা উপহাস করে
আর বুকের মধ্যে দাউ দাউ শিখা জ্বলে।

তোমার কথাগুলো কি কঠিন, কি তীক্ষ্ণ!
শব্দগুলো গন্ধকচূর্ণের বেদুইন আগুন
হৃদয়টা দুমড়ে মুচড়ে হাহাকার করে।

আর ওদের নিকট
তোমার কবিতা যেন ময়ূরাক্ষীর ঢেউ
সোমত্ত মেয়েদের মুখে মুখে তোমার শুভনাম
কিরণময়ী রমণীদের বায়নাক্কা—
শেলফে তোমার বই একখানা চাইই চাই।

একদিন আবার যাব তোমার ঘরে
কৃষ্ণেন্দুকে না জানিয়েই যাব
তোমার খাট, তোমার আলমারির তাক
তোষকের নিচে, পাঞ্জাবির পকেট—সব ঘাঁটব।

ভয় করো না—
আমি পাগল হব না।
আনন্দে আটখানাও হয়ো না একটুও—
ফেরার সময় তোমার বুকে চোখের জল ফেলব না।
এখন আমার সবুজ রাস্তাটা শুকিয়ে নিয়েছি শুকনো পাতার আগুনে!

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

আমি জীবনানন্দ

শৈলশিখরে নগরপ্রান্তরে অনেক ঘুরেছি
দেখেছি নানান দেশে নানান রঙের মানুষ
একটা গোলাপঘর খুঁজেছি
শেষমেষ ঘরে ফিরে দেখি—
জানালার গ্রিলে সুবর্ণ প্রজাপতি
প্রজাপতিকে বললাম,
'কিরে, আমার গোলাপঘর ফিরিয়ে দিবি?'

অনেক বন্ধু আমার
বলেছি, 'আমার হীরকবন্ধু কে?
আমার সোনাবন্ধু কে?'
কেউ বলল না, 'এই তো আমি'।
সাহস হল না কারও এগিয়ে হাত বাড়নোর।

তোমার হৃদমাঝারে
একটা ছোট্ট কুঠুরি আছে শুনেছি
গুটিসুটি থাকব, সেখানে রাখবে আমাকে?
তোমার চোখ বেয়ে
অনেকগুলো মুক্তো ঝরে পড়ল।
মুক্তোরা বলে উঠল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
আমি জীবনানন্দ হয়ে উঠি এক লহমায়।

পুরুষ আকাঙ্ক্ষা

যখন নদিতে মানুষ কাঠ ভাসাতে শিখল
পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাল
সূর্যের তখন একটা রঙ ছিল
লাল নীল সবুজ বা অন্য কিছু
তখন ওরও শরীরে
একটা কিশোরের ভাষা ছিল
সূর্য ঈশারা দিত
হাসত গাইত
ভালোবাসা ছিল মনে—
ভালোও বাসত কাউকে হয়ত।

সূর্য যেই বড়ো হল
প্রেম লুকিয়ে রাখল আর গম্ভীর হল
রঙ লুকিয়ে একটা বড়ো বটবৃক্ষ হল
হাসি লুকিয়ে আগ্নেয়গিরি হল।

সূর্য বলল, কৈশোর হারিয়েছি
অনেক তপস্যা করে যৌবন পেয়েছি
এ যৌবন ধরেছি শরীরের উত্তাপে
ব্রহ্মাণ্ডে এখন আমিই ব্রহ্মার পূজারি
আর আমিই মানুষের দেবতা।
আমার আলো শুধু বসুন্ধরার মানুষের জন্যে।
আমার কৈশোর হারিয়েছি কালের গর্ভে
আরও বেশি দিতে চাই আমি।
কোনদিন প্রৌঢ় হব না আমি, মৃত্যু চাই না আমি।

সূর্য যেন অবিকল আমার একটা অনাসক্ত প্রতিবিম্ব
আদি অন্ত আমি।
প্রতিটি পুরুষও একসময় সূর্য হতে চায়
মৃত্যুহীন সূর্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

অন্য একটি পুনর্জন্ম

ছুটতে ছুটতে আমিও অন্ধ সেলুকাস হয়ে যাব।
তখন তোমাকে আর দেখতে পাব না।
তোমার ঘৃণাভরা চোখ খুঁজবে না
সাদা ঈগলের ডানায় কোন দাগ লেগে আছে কিনা।
মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর
অপরাধবোধ। এ নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না।
আগুনে ঝলসানো পোড়া বাড়ির মত দাঁড়িয়ে থাকা
অদ্ভুত সে কলঙ্কিত জীবন।

ছুটতে ছুটতে আমিও পথ হারাব একদিন
পথহারা পথিককে কেউ ফুলমালা দেয় না
নির্জলা সাধককে কেউ ফল মিষ্টিতে অভ্যর্থনা জানায় না।
আমি এখন জেনেছি—নিস্তেজ রিং মাস্টারের ভবিষ্যৎ
অসি চালনার আগেই শিখেছি—
ঘুম আর মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রহরী থাকে না।
সব ভ্রষ্টবিলাস মিথ্যে প্রমাণ হতে হয়ত
সূর্যটাই ডুবে যাবে একদিন।
ক্লান্ত হলে
কিশোরী মেয়েটি এসে হয়ত হাত ধরবে
কপালের ঘাম মুছে দেবে আঁচলে
হাঁসের পালক স্পর্শে।

অন্ধ হওয়ার পরে অজয় নদের তীরে
একটি লণ্ঠন হাতে পুনর্জন্ম অপেক্ষা করবে
আমার জন্যে।

ফিরিয়ে দাও

সব মানুষ একদিন সুখি হয়ে গেল!
পাগলা ভূষণ ভেবেই অবাক—
সব মানুষ যে মরে যাবে তখন।
পূর্ণ সুখ পেলেই বাকি থাকে মরণ শুধু—
সুখের শেষ ধাপই তো স্বর্গের জরায়ুতে পুনঃপ্রবেশ
নিরুদ্বেগ মৃত্যুই প্রবেশদ্বার।

নরকগামি পুরুষ দেখতে পায়—
বালিশ ভিজেছে চোখের জলে
স্ত্রী কন্যার রাতজাগা বিছানা ছুঁতে পারে না সে
অভিশাপে পক্ষাঘাত হবে—একটাই ভয়।
একমাত্র কুকীর্তিই অবিনশ্বর। আর সব মুছে যাবে।

এখনও মানুষ এক পেট খিদে নিয়ে নটা পাঁচটা খেটে চলে।
মনভরা অশান্তি নিয়ে শস্য বোনে কৃষক, বুকভরা আশায়
সবুজ ঘাসের ফাঁকে শস্যবীজে স্বপ্ন দেখে রাখাল বালক।
তৃষ্ণা নিইে জীবনের সুর—বাঁচার কবিতা
তাই শরণার্থী আত্মাহুতি দেয় না পৃথিবীর কোথাও।
বেশি দুঃখে কেউ মরে না রে পাগলা।
খিদে পেলে ভাত রুটি খোঁজে ভালোবাসা।
শনিমন্দিরে ক্রমেই ভিড় বাড়তে থাকে
বড়ো ঠাকুরকে তুষ্ট করতে, কেউ মরতে চায় না।

হাতের শিরা কেটে ওপাড়ার মালতী মরল কেন?
পাগলা ভূষণ চেঁচিয়ে ওঠে, ‘বেশি সুখে সব গেল’।
বাবুরাম মেয়ের বন্ধুকে এনে ফূর্তি করল যে রাতে
মালতী ব্লেড কিনল
বউ দড়ির খোঁজে সারারাত এ ঘর ও ঘর।
পাগলা ভূষণ আবার চেঁচায়,
‘কিচ্ছু জানো না। ঘরে সুন্দরী বউ,
বাইরে বাবুরামের তেরোখানা বাইজি’।

অন্তর্যামী বিস্মিত হলেন—
পাগলা ভূষণের আবদারে
‘আমার মালতীকে ফিরিয়ে দাও, ‘ঠাকুর’।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

তেইশ আঠারো

তুমি আজ হেসে উঠলে বলেই
আমাকে ছুটতে হবে নন্দনে
ফেরিওয়ালার মতন?
মোটরবাইক চড়া ছেলেটির রক্ত টগবগ করে
ও একটা তেইশ বছরের ঝড়
মুহূর্তে ভাঙতে পারে ত্রিভুবন
গড়তেও পারে একটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
আমি পারি না ওসব।

আমাকে ভাবতে হয়—
উদ্ধত মেয়েটি কেন গোপনে কাঁদছিল?
আমাকে ভাবতে হয়—
সায়েন্স সিটির মোড়ে মাত্র দশ টাকা দিলেই
বৃহন্নলা কেন জোর হাততালি দেয়?

ইচ্ছে হলেই আঠারো বছরের নীলাঞ্জনাকে
পেছনে চাপিয়ে আমি ছুটতে পারিনা।
তেইশ আর আঠারো ফ্লাইওভার কাঁপাতে পারে
গড়ের মাঠে শুয়ে বুকে চাঁদ টেনে আনতে পারে।
আমি পারি না।

বড়ো জোর চিনি ছাড়া চায়ে
দশ মিনিটে নিবিষ্ট হতে পারি তোমার চোখে
আর আইফেল টাওয়ারের গল্প শোনাতে পারি
অথবা ভেনিসের নৌকা বিহার।
কারণ কোন দুষ্টু কথাও দাগ কাটে না আজকাল।
আমার শরীরে তেইশ নেই
আমার মনে আঠারোও নেই।

বিধাতার রীতি

১৮/৮/২০১৯ (রাশিয়া বেড়াতে এসে মস্কোর হোটেলে বসে লেখা—সাধুভাষায় লিখতে ইচ্ছে হল। কেন ইচ্ছে হল জানি না।

যখন গন্তব্যের সন্নিকটে আসিলাম
তখন নিশি তাহার পথ হারাইল।
যখন দেখা মিলিল
তাহার স্পর্শ মিলিল না।
বিধাতাকে বলিলাম,
'ইহাই কি তোমার রীতি?'

বিধাতা চুপ রহিলেন।
নিশিও চুপ রহিল।
আমি বুক চাপড়াইলাম।
আওয়াজ আসিল,
'তোমার অধিক পরীক্ষার প্রয়োজন।'
বলিলাম, 'আর কত পরীক্ষা, প্রভু?'
একবার হাসিলাম।
বিধাতা গম্ভীর রহিলেন।
অতঃপর আমিও চুপ।
বিধাতা, নিশি ও আমি একত্রে চুপ।
বুঝিলাম—ইহাই রীতি।
বিধাতা উত্তর দিতে বাধ্য নহেন।
নিষ্প্রয়োজনে ঈশ্বর গম্ভীর থাকিবেন
মানুষের কথায় কর্ণপাত করেন না।'

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

ইন্দ্রাণী

একটা ঠিকানা চায়
একটা শান্ত সিঁদুরকৌটো চায়
সন্তান চায় ইন্দ্রাণী
বিদুষী হতে চায়নি একবারও।

নিরঞ্জন ওর হাত টেনে নেয় নিজের বুকে
'তোমার ঘর আছে একখানা
এইখানে—
জানো তুমি?
আমার বুকের মধ্যিখানে'।

হাত সরিয়ে ওর বুকে মাথা রাখে ইন্দ্রাণী
চোখ সরিয়ে ওর মনে মন রাখে ইন্দ্রাণী
নিরঞ্জনের চোখের পাতায় চোখ রেখে প্রশ্ন করে,
'সত্যি বলছ তো?'
—'সত্যি মিথ্যের প্রশ্ন কেন, ইন্দ্রাণী?'
'মিথ্যে যে কষ্ট ভোলায়, নিরঞ্জন'।
মিথ্যে ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আনন্দমঠে।
সব সত্যি নিরঞ্জনকে বলা হল না।
সত্যিগুলোকে ইন্দ্রাণীর খুব ভয়।

আমাজনে স্বপ্নবিরতি

(আমাজনের জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় লেখা)

আজ বৃষ্টি হয়েছিল।
আমাজনের গভীরতম অরণ্যে পৌঁছেছ তুমি
গাছেদের পাতার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল তোমার উৎকণ্ঠা
অরণ্যের আবডালে বিরতি নিয়েছে অগ্নিকুণ্ড।

তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে এখন
তোমার ফুসফুস তোমার হৃদপিণ্ড।
তোমাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে
আমার পুরুষকার।
আজ কোন দাবানল নেই
না গভীর অরণ্যে, না আমার মনে।
শুধু তোমারই জন্যে
এমন নিরুদ্বেগ স্বপ্নবিরতি।
আমাজনে রোজ এমন ঘটে না, প্রিয়তমা।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

ভ্রান্তি

যুদ্ধে অথবা প্রেমে
সন্দেহ থাকলে কেউ জিতবে না।
ক্লান্তির লেশমাত্র থাকলে মৃত্যু—
হয় যুদ্ধের না হয় প্রেমের।

হরিহরণ বলল,
'যুদ্ধ এক মজার খেলা
পুরোপুরি এক অংশীদারিত্বের
দখলদারির,
আর প্রেম সে তো কলাপাতার ভেলা
এই ডুবছে, এই ছুটছে উথাল পাথাল।
হাবুডুবু খেতে খেতে সমুদ্র উত্তাল হবে যখন
নোনাজল এসে বিষিয়ে তুলবে দুজনের মনের পর্দা।
সমুদ্র ফেণার দোষ খুঁজতে খুঁজতে
দুজনেই গা ভাসিয়ে দেবে বিপরীত স্রোতে।

ঈগলের নখর অব্যর্থ
অনিবার্য—
নড়বড়ে হৃদয় পেলেই প্রেম আঁচড় কাটবে
আনমনা শত্রু পেলেই যুদ্ধে রক্তক্ষরণ।

যুদ্ধে কেউই জেতে না
প্রেমে কেউই হারে না
দুহাতের তালুতে রক্তাক্ত হৃদয় বয়ে
পিচ্ছিল পথে মানুষ হাঁটছে মানুষের পেছনে।
রক্ত শুকিয়ে কালো হতেই
আবার একটি যুদ্ধ,
হৃদয়ের ক্ষত মুছে লাল হতেই
আবার প্রেমের আখড়ায় আনাগোনা।
হরিহরণ মাথা চাপড়ায়,
'মানুষের ভ্রান্তিপাশমুক্ত মন
আবারও একটি
ভ্রান্তির অপেক্ষায়।'

পাহাড় ও পর্বতের জন্ম

পরিচয় হল না
দেখা হয়েছিল সকলেরই
সংকেত দিয়েছিল অন্তরাত্মা
হাত বাড়িয়েছিল পরস্পরের দিকে
চোখ মেলেছিল চোখের দিকে
বাবুই পাখিরা বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল
সারস পাখিরা ডানা মেলে ছায়া দিল
সূর্যকে আড়াল করে ধরল
কৃষক খাদ্য নিয়ে আসল গোরুর গাড়ি চাপিয়ে
জুঁই গাঁদা চম্পা চামেলির মালা বানাল ফুলওয়ালী।
আমজনতা নীরবতা ভেঙে আওয়াজ তুলল—
আমরা বৃষ্টি চাই, গান চাই, সুখ চাই সুখ।

রজনী সম্মতি দিল না।
বাধ সাধল রজনী, গান গাইতে দেব না।
আমার লাঠিয়াল পাইক বরকন্দাজ
শুধু আমার আদেশের অপেক্ষায়।
মুহূর্তে নিকেশ হবে তোমরা
দূর হটো সকলে।
জনতা চুপ—দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মত।
পাথর জমে পর্বত হয়ে গেল।
পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়ালরাও পাহাড় হয়ে দাঁড়াল।
রজনী একাই হুঙ্কার ছাড়ে, 'দূর হটো'।
হিমালয় থেকে আরব সাগর
আরব সাগর থেকে বঙ্গোপাসাগর
আমজনতা একটা চিঠি লিখে ফেলল রাত জেগে।
রজনী অতিক্রান্ত হলে সকলেই পুবাকাশে তাকাল
সূর্যটা সারা আকাশ জুড়ে উঠছে।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

তিনসুকিয়ার রক্তস্রোত

(অসমের গণহত্যার সঙ্কটে)

মা বললেন,
'চৌদ্দ শাক খেয়েছ, খোকা?'
বললাম, ওসব খেয়ে কি হবে, মা?'
মা বললেন, 'বলো না, এতে অকল্যাণ হবে।
শ্যামা মায়ের পুজোতে চৌদ্দ শাক খেতে হয়।
মুখে দিও একটু, মাসি রেঁধেছে আজ'।
বিড়বিড় করেছি একমনে—
মা কারও অকল্যাণ করে না
সন্তানেই করে চলেছে যত অমঙ্গলকাণ্ড।

এক নিরাবরণ নিরাভরণ মা আমার
পাগলের বুকে দাঁড়িয়ে খড়্গ হাতে অসহায়
মাটির নারী সইবে কত, পারবে কত।
ঘাতকের বুলেটে নিথর এত যুবকের দেহ
রক্তে ভিজে আছে তিনসুকিয়ার ঘাস মাটি।
শোকে কাতর স্বামীহারা। পাথর পুত্রহারা জননী
অসম থেকে রক্তের সে স্রোত বাংলার রাজপথে
আমি কলকাতায় মৌন মিছিলে হাঁটছি
কত দুখিনীর চোখের জলে ভিজেছে অসম
অসহায় মাটির প্রতিমার চোখের জলে ভিজে যায়
—কলকাতা।
প্রদীপ জ্বলেনা ভয়াল তিনসুকিয়ায় দীপাবলীর রাতে।
মাগো, মাসির রান্না চৌদ্দ শাক খেতে পারি না আমি।

বনসাই

ঈশ্বরকে আমরা বড়ো হতে দেইনি
জন্ম থেকেই ঈশ্বর তালাবদ্ধ নাটমন্দিরে
শীর্ণকায়া জীর্ণ পুরোহিত—একমাত্র বাহক ঈশ্বরের
পুজোর থালায় শিকলপরা বন্দি থেকেছে।
'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই' কত অনুনয়
আমরা মুক্তি দিতে পারিনি।
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি শিশু ঈশ্বরকে
সেই থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যে অলঙ্কারে বেঁধেছি প্রাণপণে
আমরা বড়ো হতে দেইনি
ঈশ্বর চির বনসাই ঘরের দেয়ালে।

তেত্রিশ কোটিরে রেখেছি নাবালক করে
আত্মপ্রসাদে আটখানা হয়েছি
বুক ফুলিয়েছি অহংকারে
নামাবলিতে শুদ্ধি চেয়েছি কালিমাখা দেহের
গর্বের হাসি হেসেছি মন্দির হাড়িকাঠে মাথা রেখে
কলঙ্ক মেখেছে তিলক চন্দন রক্তসিঁদুর।
ঈশ্বর আর বড়ো হতে পারল না।

চেয়েছিলাম সব বিষ মুখে নেব
জঞ্জালমুক্ত হবে পৃথিবী
শত চেষ্টাতেও লিখতে পারিনি
দায়মুক্তির কোনো গান।
লেখ সকলে
ফুরিয়ে যায়নি সকাল
পেরিয়ে যায়নি সুযোগ।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

লিচু

'লিচু খাবেন? কিনে এনেছি।
রসভরা খুব ভালো লিচু'।
সুতপা এক থোকা লিচু এনে ধরল চোখের সামনে।
আমি লিচু আর সুতপাকে সমান্তরাল দেখতে থাকলাম।
দুই কিশোরী
মধ্যগ্রীষ্মের উদগ্রীব কিশোরী।

আমার চোখে সামনে দুই থোকা জৈষ্ঠ্য মাস
প্রচণ্ড গরমেও কি অসম্ভব লাল আভা।
সুতপা হাসতে হাসতে লিচুর খোসা ছাড়াল
প্রচণ্ড গরমে লাল লিচুর খোসা ছাড়ানো
সব কবিতাকে হার মানাল তখন।
এবং একসময়ে
লিচু ছাড়িয়ে সামনে ধরল সুতপা।

আমার হাতে সদ্য খোসা ছাড়ানো লিচু
মিষ্টি চুইয়ে পড়তে থাকে

গরমের সিঁড়ি বেয়ে।
সমগ্র ঘরটি নীরব হতে থাকে
নীরবতা মুখরিত হয়ে ওঠে তখনই—

—আপনি লিছু খাবেন না?
সুতপার চোখ যখন বলে ওঠে—
জ্যৈষ্ঠ মাসেও বৃষ্টি না হলে কিছু এসে যায় না।

জটলা

রাস্তার মোড়ে রোজকার জটলা
একজন এরই মধ্যে বলে উঠল—
'শুনেছেন সকলে, সুতপার কাপড়ে দাগ?'
ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল গল্পখানা—
সুতপার কাপড়ে দাগ।
দাগ? সে তো আমিও দেখেছি—
মুখে মুখে দাগের কাহিনী—কাহিনীর ছত্রাক।

কেউ ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল অস্ফুটে—
মেয়েটি বড়ো ভালো, কাজ করে সে।
তোমরা এমন বলছ কেন?
অন্যেরা বলে উচ্চৈঃস্বরে—উচ্চকিত সকলে
'ভ্রষ্টা নষ্টা, রাত করে বাড়ি ফেরে
চলন বলন ভালো নয় মেয়েটির'।

রটনা ছোটে পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে—
কলঙ্ক দাগ দেখা গেছে সুতপার কাপড়ে।
খোঁজ খোঁজ খোঁজ—
কোন দাগ, কিসের দাগ?
লেবু পাতার গন্ধ কেন মনের খাঁজে?
শরীরের ভাঁজে কোন সে লুকোনো দুর্গন্ধের ফুল?
—রসাতলে ডুবুরি নামে
—কারণ একটা আছেই আছে, জানতেই হবে।
জটলার আকাশে কৃষ্ণ মেঘে কত চিন্তা!
কেউ জানে না, সাপ-বিষ না নির্বিষ
তবুও প্রশ্ন—ভুত না বেড়াল?
তেল না তোয়ালে?
সর্পবিষের গল্প ঘোরে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায়
অবশেষে সুতপার গায়ে সাপের ছোবল?
কি সাঙ্ঘাতিক!

সময় নেই সুতপার
সেও শুনেছে খবর উড়ছে একটা।
সিঙ্গুর থেকে সিঙ্গাপুর
মৃদুমন্দ বাতাসে
কিসের একটা গন্ধ—
চুলে না চাঁদে?

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

সাবানে না কর্পূরে!
মিটিং সেরে রাতের ফ্লাইটে ঘরে ফেরে সুতপা
ব্যাংকক থেকে মুম্বই
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী
ল্যাটপট ই-মেল ট্যুর মিটিং-অতলান্ত ডুবে থাকা
কাজের সমুদ্রে
দিন দুপুর রাত্রিপ্রহর।
ঘরে এসেই মায়ের সুগার বাবার প্রেসার
সময় কোথায় সুতপার?
মায়ের বুকে মাথা রাখে সুতপা
মায়ের বুকে চোখ বোজে পুষ্পবতী গন্ধে।

এতদিনের বন্ধু রোহিত
সেও পাড়া ছাড়ল চুপিসারে।
মা শুধোল, 'সুতপা,
রোহিত কেন আসে না রে'?
সুতপা বলে, 'সর্পদংশনের দাগ, মা
জটলার দাগ কঠিন দাগ, ওঠে না
জটলার সাপে বিষ না থাকলেও বিষাক্ত'।

সুতপার গাড়ি জোরে একটা ব্রেক কষল রাস্তার মাঝে
ছেলেটির স্কুল ব্যাগ ছিটকে পড়ল মাটিতে।
ধুলো ঝেড়ে ব্যাগ তুলে দেয় সুতপা
চোখে মুখে হাত বোলাল
হাত রাখল কপালে, এক চেনা স্পর্শ!
চেনা মুখ! সেই সে মুখ অবিকল!
'তোমার বাবার নাম কি, কোথায় ঘর'?
—বুকে নিয়ে জানতে চায় সুতপা।
'আমার বাবার নাম শ্রী রোহিত ঘোষ'।
—'চল, তোমাকে পৌঁছে দেব
—তোমার বাবার কাছে'।
—বাবা আমার সেই যে গেল, কেউ কি জানো?'
ছেলেটি মিলিয়ে গেল ভিড়ের মাছে।
সুতপার ফোন বেজেই চলে
বোর্ড মিটিঙে অপেক্ষা।
মাঝ আকাশে সূর্যতাপে দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মাঝে
উদাস নয়না সুতপা
জটলার মানুষও তখন একটা পুনর্জন্মের খোঁজে।

চাবি

সুখ চাই বলে হাত বাড়িয়েছ কতবার,
মুঠোমুঠো দুঃখ পেয়েছ প্রতি নিমন্ত্রণে।
তুমি চাইলেই চাঁদ ধরতে পার না
চাঁদ তোমাকে ইশারা দিয়েছে কোনদিন?
চেয়েছিলে প্রেম
উপহার পেয়েছ কাঁটাভরা রক্ত মুকুট।
আঘাতে আঘাতে হয়েছ জর্জরিত।
তবুও জলোচ্ছ্বাস হয়ে ঘুরেছ ভালোবাসার মালা হাতে।
ভেবেছ তুমিই একমাত্র লক্ষ্যভেদী অর্জুন?
পাখির চোখে তির বেঁধানো যায়,
বুকে উত্তাপ থাকলেই ওষ্ঠে আগুন জ্বালানো যায় না।

—'লিপস্টিক উঠে যাবে
কি করছ রোহিত!'—
অজুহাতের দহনে জ্বলেছ অনন্ত রাত
আর উপহাস পান করেছ পেয়ালা ভরে।

ভুলে গেছ?—
তোমার বারান্দায় এখনও শুকনো তোয়ালেটা ঝুলছে
আর অপেক্ষায় তুমি সিক্ত রমণীর?

একদিন ঠিক চন্দ্রিমা এসে তোমার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলবে,
—'এই নাও তোমার পোড়া দরজার চাবি।
ফিরিয়ে দিলাম আমার লক্ষ জন্মদিন
ফিরিয়ে নিলাম তোমার হাজারও অভিমান'।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

মৃত্যুর পর

মৃত্যুর পর বেঁচে থাকা যায় ইচ্ছেমত
যেমন বেঁচে গেছে ওপাড়ার অগ্নিশ্বর
একবার মরেছিল সে ভাগাড়ে
প্রেম প্রেম করে।
গ্রহণ লেগেছিল ওর শরীরে
চন্দ্রগ্রহণ—
চন্দ্রগ্রহণে চাঁদ যেমন কিছুক্ষণ মরে
তারপর আর মরেনি
বাঁচতে বাঁচতে কোথায় পৌঁছেছে সে
ভিক্টোরিয়ার নির্জন বাগানের আড়াল ছাড়িয়ে
কর্পোরেটের সমর্থ সফল অধীশ্বর।
অগ্নিশ্বর গোপন কথাটি বলেই ফেলল আমাকে,
‘একবার মরাই ভালো সকলের।
বাঁচতে শেখা যায় মনের মত, ইচ্ছে মত’।
ল্যাটপট থেকে চোখ না তুলে বলে চলে,
‘যে মরে
সেইই বাঁচে’।

গোয়া বীচ

সাগরপাড়ে মুখ গুঁজে
নোনা জলের ঠিকানায়
আমি শুয়ে থাকব লাল ঝিনুকের সাথে
সন্ধ্যাবেলা আমার মসৃণ পিঠ বালির শয্যায়
দুঃখগুলো ধুয়ে যাবে সাগর ঢেউয়ে।

তুই এসে বুকের ভেজা সার্টে কান পাতবি।
তোর ভালোবাসা নোনা জলের মত নিষ্পাপ
তোর ভালোবাসা চিকচিক বালির মত পুণ্যবতী
আমার নিঃশ্বাসের বন্ধন ছাড়িয়ে
তুই আরব সাগরে উদাস নাবিকের প্রিয়তমা।

তুই বলেছিলি,
‘ঝুমাদি আমাকে এত গল্প কেন বলে?
সব তোমারই গল্প।
ও সব জানে—তোমার কথা।
আমার কথা।
আমাদের সব কথা’।
আবার এও বলল,
‘ঝুমাদি তোমাকে ভালোবাসে’।

আমি কথা ঘুরিয়ে বলেছিলাম, ‘তোকে সাগর দেখাব।
গোয়ার বীচে লাল কাঁকড়া নেই
আছে বিষাদ সিন্ধু।
দেখতে যাবি আমার সাথে?’

মনে কি পড়ে?
তুই বলেছিলি, ‘গোয়ার বীচে বসে তুমি আর আমি পা ভেজাব’।
তোকে ফেলে একাই চলে এসেছি আরব সাগরে।
গোয়ার সমুদ্রে যারা একা আসে
তারাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক,
শ্রেষ্ঠ প্রেমিকদের ঘরে ফেরার কথা মনে পড়ে না।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

শ্রাবণে হরিহরণ

শ্রাবণ এলেই হরিণ শিকারে ব্যস্ত হরিহরণ।
বাইরে এখন ঝপঝপ বৃষ্টি
বারান্দায় চেয়ারে বসে জলের ঝাপটায়
একটা রিনিঝিনি মেঘদূত কবিতা লেখাই যেত।
হরিহরণ বলেছে,
'রম্যরচনা হলেও বর্ষায় বেমানান হবে না
কারণ বর্ষা নিজেই জানে সে কত বে-আব্রু'।
আর হরিহরণ জানে বাজার—
শ্রাবণে বর্ষণসিক্ত তরুণী-পেছনে জঙ্গল
গ্রীষ্মে ঘেমে ওঠা আদিবাসী নারী শ্রমিক
শীতে নলেন গুড় অথবা রাশিয়ার ভদকা।

বর্ষায় হরিণ শিকার সব সময় রোমাঞ্চকর
সঙ্গে যদি থাকে ভানুসিংহের পদাবলি।
তুমি রাতে গেলেই না হয় অরণ্যের সঙ্গী হয়ে
সবাই কিন্তু পারে না, তুমি পার।

শ্রাবণের ঘনঘটায়
হরিণ শিকার করেই থাকে কবির দল
বর্ষা আসলে কবিরা গাংচিল হয়ে ওঠে
বই বিক্রি হোক না হোক
শ্লীল বা অশ্লীল যাই ভাব
মোড়ক উন্মোচন নিজেই এক শিহরণ।
সবার মধ্যেই আছে একটা করে হরিহরণ
শ্রাবণ মাস সেটা সবার চেয়ে বেশি জানে।

মায়াজাল

শুনতে গিয়েছিলাম
সুসময়ের একগুচ্ছ পদ্য
পেতে চেয়েছিলাম
অঞ্জলিভরা তাজা শস্যদানা
বুক ভরে নিতে চেয়েছিলাম
বৈকুণ্ঠ নগরীর ঘ্রাণ—
শুনতে চেয়েছিলাম একতারার গান
তোমার পথের দিকে চেয়ে ছিল আমার তৃষ্ণার্ত প্রাণ
'জল চাই একটু জল দাও—একটিবার ফিরে তাকাও'।
তুমি ফিরে দেখোনি।

আমি ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম কুঞ্জবনে
কৃষ্ণের বাঁশীতে বাজিয়েছিলাম
বহুকালের বিরহের সুর।

একটা বিভীষণ অন্তরে বাসা বেঁধেছে
আঁচড় কেটে চলেছে দিনরাত্রি
আমার ঘুম আসছে, ঘুম।
ধুলোর আস্তরণে পুরু হবে ঘুমের চাদর
সোনালী পদক, উত্তরীয়, উপহার
সব হয়ত বিস্মৃত হবে ঘুমের অবসরে।
সব হারিয়ে যাবে
বিস্মৃতির মায়াজালে প্রতিদিনের রোজনামচায়
শুধু জল চেয়েছিলাম তোমার কাছে।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

বিশ্বস্ত বনবিহার

একমাত্র বিশ্বস্ত বনবিহার
আমার সাজানো বাগানেই সম্ভব।
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে
জল সিঞ্চন করে
উপঢৌকন দিয়ে
গড়েছি একটি স্মৃতিসৌধ—বাগানের মধ্যিখানে।

বাগান আর স্মৃতিসৌধ ওরা চির বৈরী
স্বভাবে চরিত্রে ও মতবাদে।
তবু পাশাপাশি অবস্থান ওদের।
পছন্দ ওদেরও, পছন্দ সকলেরই
পছন্দ মালিকেরও, এমন কি আমারও
এভাবেই বৈপরীত্যের সফরসূচী তৈরি হল।
বনবিহারে আমারও একটা রথ সাজানো হল।
অনেকেই আসল হাতি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে।
কেউ কাউকে চিনি না।
অথচ আমরা নাকি বন্ধু—
কতকালের চেনা, আত্মার মিল!
কেউ পাইক বরকন্দাজও ছিল একদা।
পদোন্নতি হয়েছে যোগ্যতায়
বাকিদের ঘুরপথে।
ঘুরপথটা যে সহজ পথ বুদ্ধিমানও মেনে নিয়েছে।
অবশেষে বুদ্ধিমান নামক জীবের অবলুপ্তি আগত—
বলছে সদালাপী বখাটেরাও।

সকল রমণীকে বলছি

তোমাকে এমন কোন স্বপ্ন দেখাইনি
যে আমি অমাবস্যার ঝড়ের রাতে
সব ছেড়ে তোমাকে মাইকেলের সনেট শোনাব
তোমাকে আশা করতে বলিনি
যে ম্যাকাউয়ের ক্যাসিনোতে আমি জিতবই।
তোমাকে লোভও দেখাইনি
যে আমি হীরের আংটির খোঁজে কয়লা খনিতে নামব।

ঋতাম্বরী,
কুসুমকল্পনায় ভাসতে বলিনি তোমাকে
যে কুমেরু সাগরের ঝড়ে তুমিই আমার সঙ্গিনী হবে।

স্বপ্ন সে তো নষ্ট রাতের শৌখিন পর্যটক
ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে নিমেষে হাওয়া
আশা সেও অজ্ঞাতকুলশীল কুহক
আর কল্পনা সে বরাবরের নিলাজ মিথ্যুক।
আয়নায় তোমার কপাল দেখ না?
আয়নার কাঁচ ভাঙতে কতক্ষণ?
ভালোবাসতে শেখ তোমার পায়ের শক্ত পেশীকে
বিশ্বাস করতে শেখ তোমার মেরুদণ্ডের আগুনকে
ওরা মিথ্যে স্বপ্নে ভোলায় না।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

পদস্খলনের পর

মেষশাবক ও পালিত কন্যা কথা বলে প্রায়শই
আমার অতিথি যদি অচেনাও হয়
তাকেও কাছে টেনে নেয়
সকলের মত এই তো সংসার আমার।
পরমায়ু সেও আয়তলোচন হয়ে ওঠে
মাতৃদুগ্ধের মত
বিস্ময় একটাই—বেঁচে আছি কার করুণায়
সংকীর্ণ নগরকীর্তনে না মানুষের ভালোবাসায়?

আমি কাজে ফাঁক রাখিনা জায়গিরদারে
আঁটোসাটো চিরকাল আমার হাত দুটো।
আর এই যে আমার পা দুটো—
বয়েই চলেছে আজীবন আমাকে,
বিনামূল্যে ধর্মপুস্তক বিতরণের মত
স্বেচ্ছাসেবির হাত যেমন
নিমন্ত্রণ ছাড়াই যন্ত্রণার মাঠ পেরোয়।
পাপশহরে ওরা জুতো পরে না
সেও এক বিস্ময়, রক্তও ঝরে না নগ্ন পায়ে।

স্ত্রী পুত্রকে বলে রেখেছি,
আমার পদস্খলন হলে নিয়ন্ত্রণে নিও সবকিছু
আমার পুরনো ঘরের চাবি আর আমার পুরনো বিস্ময়
আমার অবর্তমানে ওরা বড়ো বিপন্ন ও অসহায়।

উত্তপ্ত জ্যৈষ্ঠে

আমিই তোমাকে বলতে পারি—
ভুলে থাকব তোমাকে আজীবন
কারণ জ্যৈষ্ঠ মাস এখন
এসব বলার এখনই যথার্থ সময়
শুধু উত্তাপ চতুর্দিকে, উত্তপ্ত তুমিও।
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শেষ নিঃশ্বাস অব্দি আঁকড়ে থাকব
আমিই যে তোমাকে একমাত্র চিনি—
এই একমাত্র সত্যি আমার।
আমিই যে জেনেছি তোমার রহস্য
—হাসনাহেনার ঘ্রাণ তোমার শরীরে।
কি অবলীলায় তুমি বলতে পারলে—
'নিঃশর্ত ভালোবাসা! সব কোকিলকণ্ঠ কাহিনী
নিঃস্বার্থ বিরহ! এখনও এটাই আমার বিশ্বাস'।

হয়ত
কবিরা সেজন্যই বহুগামী হয়েও বুক ফুলিয়ে ঘোরে
বুক বাজিয়ে এভাবেই মঞ্চে কবিতা পড়ে নির্ভয়ে
এভাবেই কালিদাস পড়ে সমাজ বদলায় তারা।

ভাবুক প্রেমিকের চোখের জল শুকোয় জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুরে
জনহীন কাঠফাঁটা দুপুরে
প্রেমিকা তার বাহুলগ্না তখন শীতাতপ বহুতলে
ভুলে গেছে প্রাণনাথের প্রিয়নাম।
কারণ জ্যৈষ্ঠ এখন, যথেষ্ট উত্তপ্ত সে
ভুলতে ব্যস্ত থাকাই নিয়ম রীতি
প্রতিজ্ঞা যখন অবিরাম ভুলেই ভরা।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

ধিক

(অসমের টিওক চা বাগানে ২৩শে আগস্ট ২০১৯ তারিখে
ডাঃ দেবেন দত্তকে নৃশংসভাবে খুনের পর বাকরুদ্ধ ছিলাম আমি)

একটি চূড়ান্ত অসহায় শব্দ—দেবেন দত্ত,
শতাব্দীর কলঙ্ক অসমের পাশবিকতা,
টিওক চা বাগানের বাতাসে আকাশে
পৈশাচিক উল্লাস শোনো,
নারকীয় চিৎকার শোনো
তোমরা
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।
'বাঁচাও আমাকে, বাঁচতে দাও আমাকে'
আর্তনাদ শোনো চিকিৎসক ঘরে
অন্দরে বাহিরে।

আমরা কোথায় চলেছি দেবেন দত্তর রক্ত মাখা মুখে?
'বাঁচাও আমাকে'—প্রতিধ্বনি
নাড়িয়ে দিয়েছে ভারত বিবেক।
একটু জল চেয়েছিল দেবেন দত্ত
শিরা কেটে দিয়েছিল নরপিশাচ
মৃত্যুর আগে বলেছিল, 'আমি মরে গেলে ওদের কি হবে?'
দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকতে চেয়েছিল মানুষটি।
ছিনিয়ে নিয়েছিল মুখের জল
ছিঁড়ে ফেলেছিল পায়ের ব্যান্ডেজ।
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল
নিস্তরঙ্গ নিবেদিত প্রাণ
তখনও থামেনি নিষ্ঠুর আক্রমণ।
ধিক।

লিখন

গুড মর্নিং—একটি মেসেজে
সেদিন মেঘ আর বাতাস ভর করে বার্তা এল
হেসে উঠল ভোরের আকাশ।
রাতের অভিনেতা হয়ে উঠেছিলাম একটা
সুইট ড্রিমস ফোন ফেলে।
আকাঙ্ক্ষার ঝড় তুলতে শুরু করে সেই সন্ধ্যায়।
লক্ষ্মণরেখা মধ্যরাতে স্থান বদল করল খেয়ালখুশিতে।

কংসবধের আয়োজন হল পবিত্র শহরতলিতে
সেই প্রথম আমি আগুনে পুড়েছিলাম
সুদূর মস্কোভা নদি তীরে।

এদিকে চন্দ্রমল্লিকার বাগানে আড্ডা জমাট বাঁধল।
দেহের অতলান্তিকে আবির রঙের ছড়াছড়ি
ভালোবাসি বললেই দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনের শব্দ শুনি।
পৃথিবী বলে উঠল, সৌদামিনী দেখো—
'কি নিষ্ঠুর খেলা ওর আকাঙ্ক্ষায়।
ও একটা আলেয়া আমার।
এটাই আমার কপাললিখন ছিল হয়ত—
ওর অগ্নি শিখায় আবার আমি গর্ভধারণ করব
আমার দ্বীপে এখন একপুরুষ ভালোবাসা'

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

দূষিত সিঁদুর

এক সময় দুঃখকে দুঃখের মতই দেখতাম
সিঁদুরে আমি আগুন খুঁজে পাইনি কখনওই
সিঁদুর সীতাকে আগুনে পোড়ানোর লাল রঙ মাত্র
পরীক্ষা দিয়ে চলেছি জনমভর
মাতৃ প্রতিমায় অধিষ্ঠান দিয়ে।
বলতে পারো, কেন পুরুষ অবিরাম হাসে?
নির্বোধ নারীও নাচে মূঢ় সঙ্গিনীর মত?
সিঁদুরের গুণগান করে চলে অবিরত?

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল উশষী
রুখে দাঁড়িয়েছিল উশষী।
রাতে ঘরে ফেরা রণক্লান্ত রমণীকুল
নিশির দরজায় মাথা ঠোকে
পর্যুদস্ত মনে শরীরে অপমানে দাবি করে—
'বিচার চাই, বিচার কর পুরুষ
আর এক নগ্ন পুরুষের বিচার কর'।

কি প্রশ্নবাণ আসবে আগামী সকালে
তোমরা বলে দিও উশষীকে
মানুষ তর্জনী তুলে বলবে কিনা—
এত রাতে কি কাজ তোমার নারী?
হাতের তালু ঘসে বলবে কিনা—
সিঁদুরে কোন দোষ ছিল হয়ত।

পদ

হরিহরণ যখন বলেছিল,
আমার মেয়েমানুষ খুব ভালো লাগে।
আমি হকচকিয়ে যাইনি
বরং একঝাঁক বুনোহাঁসের পেছনে ছুটলাম
রাস্তার দুপাশে পুরুষ-মহিলারা পতাকা নাড়ল
জয়ধ্বনি শোনা গেল না
এতই ভয় যে আকাশভেদি শব্দও বেরলো না।

হরিহরণ বলেছিল,
'যদি কেউ চিনে ফেলে?
পদটা যাবে।
তখন কি নিয়ে বাঁচব আমি?
কেন এত ঝক্কি ঝামেলা?
এর চেয়ে ঢের ভালো
মেয়ে মানুষ—
ফোঁস করে
কামড়ায় না'।
আমি ওর মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারলাম
হরিহরণ মরেনি
পদ আঁকড়ে আধমরা বেঁচে আছে।
আমি কাছে গিয়ে বললাম,
'তোদের সময় হয়েছে রে।
এবার তোরা যা'।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

উল্টোরথে স্প্যানিশ গিটার

পুরুষ মন এক স্প্যানিশ গিটার
নিত্য নতুন সুর খোঁজে।
শিল্পী নতুন ভাবনাতে
বর্ষামঙ্গল কাব্য ঘিরে
নিত্য নতুন জীবন খোঁজে।

যেই না আমি মন ভোলালাম
তোমার ছবি আঁকতে গেলাম
রং তুলি আর সবুজ একটা ক্যানভাসে
আমার গিটারখানির চেনা সে সুর
আষাঢ় জলে ভাসিয়ে দিলে।

মেঘগম্ভীর আকাশ ঢাকা
রথের দড়ি রথের চাকা
ডেকে কয় আমারে—
তুই তো এক হদ্দ বোকা
জীবনটা এক উল্টোরথ
বুঝবি কবে?
কার আশাতে দাঁড়িয়ে আছিস?
চেয়ে দেখ বৃষ্টিভেজা শূন্য এ পথ
উল্টোরথে সবাই একা।

নিষেধ

বলেছিলাম, 'আমার হাতটি ধর শক্ত করে
আজ এক কালবৈশাখী ঝড় উঠবে'
তুমি সাঁতার কাটলে সারারাত
এখনও তুমি ক্লান্ত হও না।
বললাম, 'এখন ওদিকে যেওনা
অনেক কালো বেড়াল তোমাকে দেখছে'
তুমি এক কাপড়ে ঘর ছাড়লে।
বললাম, 'লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে দেখ
সুখী সংসারের মন্ত্র আছে'
তুমি দিনরাত গন্ধ শুঁকেছ অন্তর্বাসের।
তোমাকে বললাম, 'উত্তরে যেওনা—পাহাড় যন্ত্রণা'
বললাম, 'দক্ষিণে যেওনা—কৃষ্ণ সাগর'
বললাম, 'পুবে যেওনা—ঝলসে যাবে সূর্যতাপে'
বললাম, 'পশ্চিমে যেওনা, ওখানে কারবালা
ফোরাত নদিতে এজিদের নৌকো ভেড়ানো আছে'।

তুমি কোন কথা কোনদিন শোনোনি
তুমি বললে, তুমি শাসন করার কে?
ভালোবেসেছ কোনদিন?

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

পেছন ফিরতে নেই

কতবার ভেঙেছি আর নিজেই গড়েছি
আমার ছদ্মনাম আর আমার ছাদ
নতুন করে সাজিয়েছি
আমার ড্রয়িংরুম, আমার বারান্দা, আমার বিবেক
তোমার সাহায্য ছাড়াই।

কতবার পাগলা ভূষণ লিখেছে
আর কেটেছে এক পাতার একটাই কবিতা
নতুন পালকে নতুন সূর্যের নাম লিখেছে
সুতপার অনাবৃত পিঠে।
পাগলা ভূষণ বলেছে সকলকে,
'আমার কবিতা তোদের পড়তে হবে না রে
আমাকে ছেড়ে দে, আমি পারব না ওসব
আমি ভালো আছি'।

কতবার সুতপাও এক ক্যানভাসেই ছবি এঁকেছে
আমার, এরপর পাগলা ভূষণের
এবং এরপর অন্য কারও।
প্রতিটি ছবিতেই প্রাণ আর অজস্র পাখির মূর্তি।

গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে বলেছে,
'অভিযানে নেমে থামতে নেই, দুর্যোধন।
থামলেই পাণ্ডবদের শক্তি বাড়বে
পৃথিবীও নিজ অক্ষে ঘুরবে না আর
আমিও শাড়ির আঁচলে আড়াল করব না তোমাকে
খরায় পুড়বে প্রতিহিংসার খড়্গ'।

আমিও জেনেছি পেছনে ফিরতে নেই
ফিরলেই ক্ষুব্ধ হবে ভাই অমল
বলবে 'কবিতা লেখা ছেড়ে দাও, দাদা।
তুমি মেষ আর মেষপালকদের সাথে রাত্রিবাস কর।
যারা কবিতা লেখে তারা ভালো সংসারী হতে পারে না'।

আগুন

'ঈশ্বর আমার সাথে আছে
এটাই তোমার সমস্যা—আমি জানি।
তোমাকে এত কৈফিয়ত দেওয়ার কি আছে গো?'
—সুতপার চোখে অভিমান।

'আমি তোমাকে ঈশ্বরের পাশে বসিয়ে দেখব একদিন
কে সুন্দর? তুমি না মিশরের পিরামিড? তুমি না টেমস নদি?'
সুতপা চুপিচুপি বলে, 'সূর্যই সুন্দর, তার মানভঞ্জন তেজ অসীম।
আমি ঝলসে যেতে চাই ওর আগুনে।
জানো, আমার বিলীন হতে সাধ বহুদিনের?
একটিবার ঈশ্বরে বিলীন হতে চাই জীবন্ত পৃথিবীতে'।

তুমি কি দেবী দুর্গা হবে?
সূর্যের বুকে আঁচড় কাটবে ভালোবাসার?
তুমি বারবার বল 'সুর্যের বড় অহংকার।
কারও কথা শুনতে চায় না।
আমি ওকে বশে রাখতে চাই'।
—'জানো, দশখানা অস্ত্র আছে আমার?
মান অভিমান ছলা কলা এবং দেহের গুপ্তমন্ত্র—সব।
একজন সার্থক নারী হতে গেলে যা যা প্রয়োজন
সকলই রপ্ত করেছি হিমালয় দুর্গে।
রম্ভা মেনকার সাথী আমি
এক পূর্ণ নারী হতে চাই আমি'।
সুতপা সুর্যের বুকে মাথা রাখে
বলতে থাকে, 'তুমি কি জানো
কাশফুলের তৃষ্ণা শরৎ মেটাতে পারে না?
ক্লান্ত নিশি বিরহিণীর তৃষ্ণা মেটাতে পারে না?
সব নারীই আগুন ভালোবাসে, আগুন।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

শাস্তি

ছড়িয়ে পড়েছে বিষ
শরীরের উপবনে
পৃথিবীর রন্ধ্রে
জন্ম নিয়ে চলেছে অপুষ্ট বৃক্ষ
বেড়ে ওঠে অস্থি চর্মে দুর্বল শিশু
বৃক্ষ শাখায় জন্ম নেয় কৃষ পক্ষী শাবক।
রাতের অন্ধকারে চোরকুঠুরি চাবির খোঁজে
বৃদ্ধ পেয়াদা রামচরণ, এখনও নাজেহাল।

তামাক সেবনের দিন গিয়েছে কবে!
আমেজটা তো আছে
চাবুক খেতে খেতে
অবাধ্য মধ্যরাতের রাগরাগিণী আবার ফিরে আসে
মাংস মদিরা আর চুড়ি ভাঙার শব্দে।

আবার হাসে
নিষ্পাপ হরিণশিশুরা, চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে
সে দৃষ্টি তিরের মত বিঁধতে থাকে সম্ভ্রমের অন্তঃপুরে
নলিনীর প্রতিবাদী শরীরের শেষ আস্তরণে শুধুই ধুলো
শাড়িটা জাপটে ধরে ছিল রক্তমাখা নলিনীকে।
রক্তাক্ত শাড়িখানি আজ জমা পড়েছে
সরকারি মালখানায়, থানার বাবু নাম লেখে নলিনীর।
একটা জং ধরা ছুরি হাতে কালু ডোম—
আবার একটা পোষ্টমর্টেম?

অসহায় সহচর কপট বকুনি খায়—
সম্রাট বলে ওঠেন, 'এটাই যথেষ্ট হয়েছে।
অপরাধের শাস্তি তো দিলামই
আবার কি চাও?
এটাই ফয়সালা'।
রফাসূত্রে সকলে খুশি—অট্টহাসি অল্প আলোর অন্ধঘরে।

জল চাই জল

নিভৃতে দু'দণ্ড থাকতে চেয়েছিল হরিহরণ
তোমরা তাকে বিশ্রাম দিলে না।

হরিহরণ আতঙ্কিত, জলশূন্য মর্ত্যের কথা ভেবে
চিতায় প্রস্তুতি নিচ্ছে হলাহলের শহর
ঝলসে যাবে আগুনে
জ্বলে পুড়ে ছারখার হবে
বনানী বন্দর গ্রাম
শস্যখেত
আগামি শিশুর আবাসন।
জল চাই জল চাই—হাহাকার
সভ্যতার কোলাহলে আগুন মেট্রো নগরে
গ্রামের পথে পথে পার্বতী
কলসি কাঁখে গ্রাম গ্রামান্তরে
জলের খোঁজে
লখিন্দর শেষকৃত্যে গিয়েছে কবে
এখনতো সবই যেতে বসেছে
কুমেরুর বরফ ভেঙে আমোদ চলছে
জল চাই জল চাই, একটু জল দেবে?
হাহাকারে হাঁসফাঁস রুক্ষ পৃথিবী।
নির্বিচার অপচয়ে
তোমরাই পোড়ালে তোমাদের আবাসভূমি
হরিহরণ একা ঘুমিয়ে প্রতিশোধ নেবে
মানুষের নির্বোধ অহংকারের।
জলের অপচয় বন্ধ না হলে
হরিহরণকে তোমরা ঘুমোতে দাও।
জল বাঁচানোর
এটাই ওর প্রতিবাদ।
বোকা জনতা খিলখিল করে হাসে
ক্রুদ্ধ জনতা হরিহরণকে প্রতিবাদে বাধা দেয়।
দেখ—এবার হরিহরণ চিৎকার করছে, কলম তোলো কবিরা
পৃথিবী বাঁচাও, তোমরাও সামিল হও ওর সাথে।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

সহমরণ

তোমার মতো আমারও যদি মৃত্যু হয়
সহমরণ বলবে না কেউ।
তোমার মত আমারও যদি অভিমান হয়
কেউ এসে চোখের পাতায় হাত বোলাবে না
আগুনে পুড়লেও রুমাল ভিজিয়ে জলপট্টি দেবে না।
বরং পাড়ায় পোস্টার পড়বে,
'কালি লাগবেই, রাধারও লেগেছিল'।
আবার কেউ বলবে, 'কালি লাগলে প্রচার বাড়বেই।
'স্ক্যান্ডাল একটা আর্ট।'

প্রতিবাদ না হয় স্তুতি একটা কিছু তো হবে।
শুনেছেন আপনারা?
মঞ্চ বাঁধার প্রস্তুতি চলছে মোড়ে মোড়ে।
বাণী প্রস্তুত নেই সকলের, তাই যা দেরি
এ ব্যাপার একশোভাগ সচেতন ওরা
স্ক্রিপ্ট তৈরিতে সময় লাগে।
কারোই এত কষ্ট করার মত অবসর নেই গো
নীলাঞ্জনা।
কখনওই সহমরণের আয়োজন করো না ভুলেও,
কেউ আসবে না, কাউকে পাবে না।

একটি ভোরের প্রত্যাশা

হৃৎপিণ্ডের আকাশটা খুলে বসে আছি
আজকের সকালে আলোর সাথে,
যুবক যুবতী স্মার্টফোনে অপলক ছিল কিছুক্ষণ আগেও
আজ ওরাও উন্মুখ, গঙ্গার তলদেশ থেকে কারা আসছে?
পবিত্র জল মাথায় করে শীতল সমুদ্র ফুঁড়ে কে আসে ওই?
কে আগে ঝাঁপ দেবে দ্রাক্ষা পাত্রে
পায়ে পায়ে জেগে উঠবে দ্রাক্ষা রসের স্রোত
গায়ে হলুদ মেখে তখন স্নান করবে পৃথিবী
ভ্যালেন্টাইন উৎসব হবে সূর্যের সাথে।

এ উৎসবের সহযাত্রীরা হাত এগিয়ে দেবে
পরস্পরের দিকে
ভালোবাসা মাখানো হলুদরাঙা হাত
কুমারীর দিকে
কিশোরীর দিকে
সদ্যজায়ার দিকে
শিশুর ছোট্ট আঙুলের দিকে।

তোমার হাতখানি এখন অনেক দূরে
আমার হাত আর হলুদ ফুল বাড়াব তোমার দিকে।
তখন তুমি হতে পারবে আমার সবুজ দ্বীপ?
তোমার চোখে আনব স্বর্ণলতার কাব্য
তোমার ওষ্ঠে কি জেগে উঠবে কচি ঘাসের কম্পন?
কপালে পদ্মপাতার বিন্দু বিন্দু ঘামে আমি পাগল হব
আমার তৃষ্ণার্ত বুকে কি পাব তোমার মায়াভরা নিঃশ্বাস?
পৃথিবীর সকল রমণী পুষ্পবৃষ্টি করবে তখন
রঙধনু আকাশ থেকে কেউ রেশমি রুমাল নাড়বে—
আমাদের দিকে?
বলতে পার, সুভাষিণী,
এমন একটা সকাল কতদিন আসেনি?

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

রুদ্ধবাক

নিন্দুকেরা ভালো আছে
বেশ আছে, সাত সাগরের সাতমহলায়
ব্যস্ত আছে
জ্যান্ত চড়ুই পাখির মত ওদের একটা কাজ আছে
আবার বিপদ বুঝলেই চাদর টেনে শুয়ে পড়ে।

আর আমরা যারা
কর্মহীন
জটিল প্রাণ
তিয়েনানমেন স্কয়ারের ভাবুক
দুটো ঠোঁটে অদৃশ্য সেলোটেপ
সেলফিতে চোখ রাখা নিশ্চুপ নিরুত্তাপ।

কবে কখন সিংহাসনের পেছন থেকে
আসবে একটা ইশারা!
তীর্থের কাকের মত সার বেঁধে শকুনের পাশে!
যেই না শোনা ঢাকের শব্দ
হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়া
রাজপথ আটকে বাঁধা মঞ্চে উত্তরীয় থরে থরে
সভামাঝে প্রতিবাদী কবিতা
করতালি আর কর্কশ হাসি।
সে হাসি রুদ্ধবাক জনতা লুফে নেয় নিমেষে।

আমার বনভূমি

আমি জানতেও পারিনি—
কত উচ্চবিত্ত অভিনয়ে
কত নোনা স্বাদ গায়ে মেখেছ
কত সুশীতল ছায়ায় করেছ নীহারিকা স্নান
কত ছদ্মনামে কবিতা লিখেছ সাতরঙা বকের পালকে।

কতবার তুমি শুনিয়েছ নিশিবৈঠকে—
'প্রেমের বয়স ক্ষণকাল—এক দুর্বল ঘূর্ণি
প্রেম বেশি দূর ছুটতে পারে না কোনদিন।
বেশিক্ষণ এক পাত্রে থাকলেই
অচেনা সোমরস হাতে পুরনো নারী সে তখন
বিগত যৌবনা, ওষধি বৃক্ষ নামেই বৃক্ষ সে তখন
ক্লান্ত হলেই প্রেম অন্য হাতের গন্ধে ছোটে।

একবারও কি জানতে চেয়েছ—
অর্জুন কেন অশ্লীল শর্ত মেনেও দ্রৌপদিকে চেয়েছিল?
একবারও কি দেখতে চেয়েছ—
কি কাতর শোকবার্তা নিয়ে আমার বনভূমি রচিত হয়েছে?

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

চৈত্র আবাহন

এবার কি লিখছেন?
নতুন কোন বই?
আছে কি নতুন কোন সংবাদ
পয়লা বোশেখের জন্যে?

কিন্নরীরা স্বর্গ থেকে শাড়ি ঝুলিয়ে নাড়তে থাকে
আমার পুরু চশমার উপর
যেন একঝাঁক কুমারী আঁচল।
ওদের খিলখিল হাসিতে আমার শরীরে বৃষ্টি নামে।
ওরা ভেবেছে আমি কোন ইশারা করব।
আমি লুকোচুরি ছেড়ে বললাম,
—কোনও খবর নেই—কোনও ঈর্ষাও নেই
—না কোন মহাভোজ, না কোন বাগানবাড়ির জলসা।
লোডশেডিংয়ের অন্ধকারেও এমন স্পষ্ট বলা যায় না
আমি চড়া রোদে দাঁড়িয়েই বললাম,
—পারলে কি তোমরা ফাল্গুনকে বেঁধে রাখতে?
—সেই চৈত্রমাস এসেই গেল।

উত্তর দেয় শাখায় দোল খাওয়া কিশোরী—
চোখে তার চাতুরী মেশানো চিরচেনা হাসি
—'এই যে শুনুন, এবারেও রাস্তায় হাঁটতে পারবেন না।
বসন্ত ভুলে চৈত্র সেলে রমণীকুলের বাঁধ ভাঙবে।
লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে যা জমেছে বছর ভর
দুহাতে উজাড় করবে সংসারী নারী'।
চৈত্রের উর্বশী মেলা এসেই গেল
চৈত্র সংক্রান্তির নতুন কাপড়ের গন্ধে
ফাল্গুনের দুঃখ ভুলতে কতক্ষণ!

যন্ত্রণা নিঃসঙ্গ

যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমার কথাগুলো শোন
না হলে নিজের যন্ত্রণা কোন নিঃসঙ্গ বাগানে রেখে এস।
ইচ্ছা হলে আমাকে অনুমতি দাও একবার
শুভ্র বসনা কোন রমণীর ছবি আঁকি
না হলে তোমার অভিমান গাছের শাখায় ঝুলিয়ে রাখ
দেখো, দোল খেতে খেতে ঝিলের জলে ভাসবে একসময়।
পার তো পূর্ণিমা রাতে চাঁদের গায়ে হাত বুলিয়ে এসো একবার
শোন, রাজার প্রিয়তমাকে হিংসা করো না
সে শুধু আমার কবিতা ভালোবাসে
সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না কোনদিন।

চিনতে ভুল করছ নিজেকে বারে বারে
গহীন অরণ্যে নদীতীরে বসে যখনই ঢিল ছুঁড়েছ
তোমার ভিতরে তখনই উঠেছে ঝড়ো হাওয়া
বুকজলে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করলে সে ঝড় থামবে না।
অন্দরমহলে সবুজ প্রজাপতিও ক্লান্ত হয়ে পড়বে একদিন
সেও উড়তে ভুলে যাবে।
ভুলে যাচ্ছো—
মায়াজালের মধ্যে বসে সেতার বাজানো যায় না।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

রোদ্দুর ছোঁয়া ঘাম

সকলকে চিনতে গিয়ে
নিজেকে জানতে ভুলে যাচ্ছি ক্রমাগত।
টের পাচ্ছি আমার নোনা শরীরে সর্বনাশা দাসত্ব
মনটা জীবাণুমুক্ত করতে সাহায্য চাই তোমার
ক্লেদমুক্ত করতে পার তুমিই।
তোমার ঘাম গায়ে মেখে ঝাঁপ দিতে চাই
তোমার সাগরে।
আফিমের ঘুম এখন সর্বগ্রাসী
কোথাও গরম টগবগে রক্ত দেখতে পাই না
সূর্যমুখী ফুল শুকিয়ে এখন
মাটির অন্ধগর্তে হিমকুণ্ডলী সাপ।
ঘুম ছাড়া শুয়ে আছে শীর্ণকায়া লীলাবতী
সূর্যাস্ত হাতে নিয়ে পাশে বসে ঝিমোচ্ছে যুবক
—কখন সূর্যটা ডুববে।

গ্লানিহীন রথিন

ঘরে ফিরেছিল রথিন
সার্টের কলারে তার লিপস্টিকের পদাবলী
লিপস্টিকের উচ্ছিষ্ট সবসময় লাল হয় না।
অদৃশ্য উৎসবের খয়েরি ক্ষত একটা থেকেই যায়
ঘাতক যতই বলুক—ভয় নেই, আমি আছি।
সিংহের সামনে নর্তকীর মত সকলে নির্ভয়ে নাচতে পারে না।
পালানোর রাস্তায় বিছানো থাকে মিথ্যে অজুহাত
পদ্মপাতা বুক পেতে নেয় অনল প্রবাহের অস্থিরতা।
সকলকেই মানতে হবে এসব ছোটোখাটো নিয়ম
চার খণ্ড বেদেও লেখা নেই এসব।

থমকে গেলে রাত
বিজ্ঞ দার্শনিকও হেঁটমুণ্ডে নিশ্চুপ হেঁটে যায়।
রথিনের মুখের উপর দরজা বন্ধের শব্দ
রুক্মিণী পারেনি অভিমানের পায়ে শিকল পরাতে
রুক্মিণী শোনেনি রাতের নিষেধ।
একলা একটা টিকটিকি ঘরের দেয়ালে
সাক্ষী হয়ে রইল রাত জেগে—
গ্লানিহীন পূর্ণ একটি রথিন চেয়েছিল রুক্মিণী।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

পুণ্যস্নান

পার্কে বসে চোখ বুজে ঘাসের গন্ধ নেওয়া
আর রেস্টুরেন্টে কফির শেষ ফোঁটায় চুমুক দেওয়া
—দুটোতেই জ্যোৎস্নাভরা যৌবনকথা
—দুটোতেই উত্তেজনার দোলপূর্ণিমা।
রমণীদের শুধু আরশোলাকেই ভয়
পুরুষও আরশোলা হতে পারে ইন্দ্রের বেশে
আবার ভীরু কাঁচপোকাও হতে পারে শৃগালের সাজে।

চরিত্রের কালিমা সে তো কাঁচা মাটির প্রলেপ
একটি সাবান আর রুদ্ধদুয়ার স্নানই যথেষ্ট
ধুয়ে মুছে সব আবার মহোৎসব
দুষ্টগ্রহের চিহ্নমাত্র থাকে না
পড়ে থাকে জল কাদা রং আর সাময়িক কিছু জনশ্রুতি।
রুক্মিণীকে বলেছিলাম,
—নতুন একটা হারমোনিয়াম কিনে নিও
—নতুন কোন মেঘনাদ বেঁধে দেবে বিষাদ কোন সুর
—নতুন বালিশে শুষে নেবে চোখের জল পতনের আগেই।
রুক্মিণী যেন শোনেইনি আমার কথা।
ওর দুচোখের জলবিন্দুতে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব দেখেছি সেদিন
সেখানে লেখা পড়েছি—
তোমার ভালোবাসাতেই পুণ্য আমি
স্নানের কিবা প্রয়োজন?

অচেনা লখিন্দর

তোমার কবিতাকে প্রশ্ন করিনি আজও—
তোমার কলারে কত রং লেগে আছে?
কত লিপস্টিকের গন্ধ চেনো তুমি?
কত হাত তোমার টাইয়ের নট আলগা করেছে?
কত চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছ ওয়েস্ট পেপারের মত?
একবার পড়েও দেখেনি তালপাতায় লেখা সে কথা।

টলটল ছিল চোখের জল পদ্মের পাতায়
সাহারা মরুভূমিতে একটা চিলকা হ্রদ সৃষ্টি হতে পারত
তুমি খুলেও দেখনি,
তুমি জলের শব্দ ভুলে গেছ, চুড়ির শব্দ হারিয়ে ফেলেছ।
শুধু রোদ্দুর রোদ্দুর—বলে পূর্ব পশ্চিমে ছুটেছ।

আজও তোমাকে প্রশ্ন করা হল না—
কেন তুমি মাঝ আকাশে অগ্নিক্ষরা উল্কা
কেন তুমি লোহার ঘরে একা এক অচেনা লখিন্দর
কেন তুমি ঘুরে ফের ঠিকানাহীন সরোবরে
কোন সে শুকপাখির সন্ধানে?

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

কে তুমি?

সে তুমি আমার ঝিরঝির বৃষ্টির কবিতা
সে তুমি একখণ্ড নিশিবস্ত্রে কল্লোলিনী
সে তুমি বেনারসি ঘরে মনময়ূরী
সে তুমি শেষ তীর্থের গঙ্গাজল
সে তুমি শেষ বিকেলের দুঃখ কথা
সে তুমি সাঁঝ সন্ধের তুলসীপাতা।

পিছুটান রেখে এস না বজ্র বিদ্যুতের কাছে
প্রদীপ শিখা আর হৃদয় মেলে ধর একবার
নয়ন কুঠুরির ভিতর থেকে বাইরে এস
সামনে দাঁড়াও আর একটিবার।

তোমার পেছনে তাকিয়ে দেখ
এক সারিতে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা।
আর তোমারই পায়ের নিচে পৃথিবী
সব সুন্দরকে আড়াল করে
এক সাথে বেজে উঠবে ভায়োলিন
তুমিই তখন হলঘরে একা
আমারই মুখোমুখি।

বিচলিত

চিত্ত বিচলিত হল
পিছল মাটিতে হোঁচট খেলাম
বিয়োগ ব্যথায় ফেরারি হল জ্যোৎস্না
মাথাটা ঘুরে উঠল ঘুর্ণি হাওয়ার মত।
মস্তিষ্কের অন্ধকোষে যে মোমবাতিটি এতদিন আলো দিচ্ছিল
বলে গেল, 'নতুন বন্ধু খোঁজো গো
সময় হয়েছে সমতল ছাড়ার
যেতে হবে আমারই বোনা নতুন চন্দন বনে
যেখানে কবি একগোছা বিরহের ফুল নিয়ে জাগে।
অফুরান ঐশ্বর্যের এক বান্ধব ছিল আমার
ভৈরবী অন্তর চেয়েছিল, বলে উঠি—'না যেও না'।

যেতেই হত তাকে শিবরাত্রির নিত্যমায়ার সাজ ঘরে
পূজার থালা সাজাবে এখন।
এতটা কালক্ষয় করে এতদিনে বুঝেছি—
দূরের হাতছানিতে অন্তর্যামীর অনুমতি থাকে চিরকাল।
অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভেজা চিরদিনই রোমাঞ্চকর
আমিও ভিজলাম যন্ত্রণা আর জ্বরের আশায়।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

এক পশলা বৃষ্টির জন্যে

অনাবৃত রেখ না হৃদয়
কিছুই না জোটে যদি
দুহাতে ঢেকে রেখ দুটি ঠোঁট
ঠোঁট জানে হৃদয়ের ঠিকানা
তর্জনীর নিষেধে থামিয়ে দিও আমার ঔদ্ধত্য।

হাওয়া তপ্ত হলে চৈত্রের কি দোষ?
তোমার শরীর সাড়া দেয় না চৈত্রের উত্তাপে?
তবু মনে রেখ—
কোন হাতছানিতে আমি ক্লান্ত হই না।

স্মৃতিকে সুসজ্জিত রাখি প্রচণ্ড গরমেও
রক্তাক্ত দেয়ালের সাথে কথা বলেছি গতকালও
কবে বৃষ্টি আসবে কে জানে
একদিন দেয়ালটা ঠিক ধুয়ে দেবে তোমার শরীরের বৃষ্টি।
চৈত্র হাওয়ায় অশান্তির আঁচড় লেগেছে।
কথোপকথন এখন আর স্বর্গের উর্বশীদের একচেটিয়া নয়।
আইসক্যাপ মাথায় দিয়ে টিভি দেখি
অন্তত রাতটা নিদ্রাহীন যাবে না।
এক পশলা বৃষ্টির জন্যে জেগে আছি।
একটা সংবাদ জোর শোনা যাচ্ছে
সকলেই বলছে চুপিসারে—
আকাশটাকে বোকা বানিয়ে বৃষ্টি আসবেই।

খড়্গ

প্রথম জন্মের গ্রিনরুমে ফিরে যেতে চাই আর একবার।
টাইম মেশিনে চড়ে—
জীবনটাকে সাজাতে পারতাম আর একবার!
অন্নপ্রাশনের সময় থেকে
স্কুলের প্রথম দিনের কান্না থেকে
ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখার দিন থেকে
শুভদৃষ্টির লগ্ন থেকে
পিতৃবিয়োগের শ্রাদ্ধ তর্পণ থেকে
গৃহপ্রবেশের আপ্যায়ন থেকে
ই ভি এম মেশিনে আঙুল ছোঁয়ানোর সময় থেকে
ভুলচুক রাশি রাশি—পিলসুজের নিচে চাপা দিতাম।
গভীর যত্নে থরে থরে
সাজাতাম আমার খেলাঘর পুনর্বার।
মৌমাছি যেমন মৌচাক বোনে মোম আর মধুতে
পরিপাটি—নিখুঁত।
কেষ্টপাল যেমন খড় মাটি থেকে বানায় দুর্গা একখানা
সে দুর্গা—
—বীরভূম থেকে খড়্গ হাতে ছুটে আসা আদিবাসী যুবতী।
—দিবালোকে জেগে ওঠে যখন, তখন ওর ঘরে হাজার পুন্যার্থী।
ওর আঁচলে রাখা শস্যবীজ আর তাজা ফুল পথ দেখায়।
আর তখন দুয়ার খোলে ঘুমন্ত নগরী।
আমি প্রহরী হতাম নগরীর!

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

পৃথিবী ও নারী

একমুঠো চাঁদের আশায়
কাটিয়ে দিতে পারি সারাটি রাত
প্রিয়তমার একটি শব্দের আশায়
কাটিয়ে দিতে পারি একটি জীবন।
মাতৃজঠরের অন্ধকারে অপেক্ষা করতে শিখেছি
জ্যোৎস্না ফুরোলেও আমাদের দীপ নেভে না
জানালা খুলি, বাইরেও তাকাই
আকাশে চাঁদ থাকুক বা নাই থাকুক
তোমাকে দেখার অভ্যাস অনেকদিনের
তাই জানালা খুলে চাঁদের শব্দ শুনি
ওপাশে কি আছে বা নেই জানি না
এভাবেই ফিরে আসি আমার চেনা ঘরে
লক্ষণরেখার গণ্ডিতে।

আমাদের কোনও ঘড়ি থাকে না।
তবু ঘড়ির টিক টিক আওয়াজের মতো একটা রেওয়াজ
আমাদের সতর্ক করে
শয্যার একটা খসখস শব্দ আছে—রাতের শয্যা।
রাতের পৃথিবীও একই কথা বলবে—
পরিপাটি শয্যায় অংশগ্রহণ কর,
আমার সাথেও ঘুমোতে পার।
আপন মনে ভালোবেসে চলেছি পৃথিবীটাকে
চাঁদের আশায় অপেক্ষা করি
প্রিয়তমার একটি শব্দের আশায় অপেক্ষা করি
পৃথিবী আর আমি
এক বিছানায়
বেদনাহীন গভীর অন্ধকারে আলোর আভাস গায়ে মেখে।
পৃথিবীর মনেও ভালোবাসা আছে নারীর জন্যে।

ঈশ্বর ও প্রিয়তমা

(মস্কো—১৮ই আগস্ট ২০১৯)

পথ যদি পিছল না হয়
সে পথ কোন পথই নয়
সে পথ বুকে পাথর বেঁধে কাঁদতে জানে
পুতুল ভাঙার অভিমানে।
সে কোন রক্তপাতহীন সাদা গোলাপ
অল্প হাওয়ায় পাপড়ি তার ঝরতে জানে
পথিকবিহীন নির্জনে।

সে আমার প্রিয়তমা হতেই পারে
যদি হাজার যোজন দূরে থেকেও
পায়রা ওড়ার শব্দ শুনে চিনতে পারে
পায়রা সে নয়—আমিই সে জন।

জীবন যদি কাঁটা বিছানো গালিচা না হয়
সে জীবন কাঁচের ঘরে বেনারসি
কাছে ডাকলে সে শুধু লজ্জা পেল
সাগর মেরুর দুঃখ চেয়ে দেখল না।

ঈশ্বর এখন প্রাণহীন ক্রুশবিদ্ধ হিমালয়
প্রিয়তমা এখন এক লাজুক কোন ক্লিওপেট্রা।
এক প্রজন্মে
তুমি ছিলে প্রেমময়, হে ঈশ্বর।
প্রথম দিনে
তুমি ছিলে নীল আকাশ, হে প্রিয়তমা।

আজকে এখন অন্ধ আমি—
তোমরা দুজন গৃহহীন
কোন মন্দিরের দেব দেবী—তুমি এবং এক ঈশ্বর।
খুঁজে ফিরি মরু প্রান্তর
ঈশ্বর, তুমি কোন অজানায়?
পথ যত পিচ্ছিল হোক
তোমার পায়ে পৌঁছবোই।

অভিবাদন, প্রিয়তমা
যতই থাক মুখ ফিরিয়ে
প্রদীপ আমি জ্বালবই।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

চম্পাকলি আলাপন

২৩/০৮/২০১৯ (তাসখন্দ, উজবেকিস্তান)

জীবন এক দীর্ঘ নদী
সে নদী এই কাঁদে তো কখনো দুকুল ভাসে
কারো বা পাল ছিঁড়ে নৌকাডুবি
কারো বা মাঝ নদীতে সপ্তপদী।

জীবন কোন নদি তো নয়
চড়াই উৎরাই মালভূমি
একপাড়ে তার ফসল ফলে
নানা গন্ধের, নানা রঙের।
অন্যপাড়ে অকৃতদার নিরঞ্জন
স্যাক্সোফোনে সুর তোলে।

জীবন এক চম্পাকলি
চোখে ছিল স্বপ্ন ভরা
দিনদুপুরের স্বপ্ন।
দিব্বি কাটে চম্পাকলি,
'আমার জীবন নিরঞ্জন
ওকে ছাড়া বাঁচব না।'
শিবরাত্তিরে শিবের মাথায় জল ঢালে
—দিনদুপুরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়।
চম্পাকলি গোপন আঁচলে চোখ মোছে।

'বল গো গৌর, সত্যি কোথায়?
জীবন কেন মিথ্যে বলে?'
—'মিথ্যে নয় রে, গোবর্ধন।
অন্ধ চোখে বুঝবি কিরে?'

তোমার কথা মানছি না, মানব না,
হও গিয়ে তুমি ভগবান।
তুমিই বল—
দিনদুপুরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়।

দুই বাড়িতে বসত করে দুই জনে।

উত্তর দাও—
চম্পাকলি নিরঞ্জন দু'জন কেন
এক পৃথিবীর দুই পারে?

(—কবিতাটি লিখলাম উজবেকিস্তানে তাসখন্দ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বসে। চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে মুম্বই যাওয়ার ফ্লাইটের জন্য। মাঝরাতে সময় কাটানোর অন্য কোন উপায় নেই।)

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

রাজভিখারি

তোমার গায়ের গন্ধটা তুলে নেব
আলতো করে মেখে নেব তুলিতে
যেদিন সব রঙ উঠে যাবে
তোমার শরীর থেকে, তোমার মন থেকে
স্নান সেরে দাঁড়াবে আমার চোখের উপর
তখন থাকবে শুধু তুমিই একা।

তুমি তো জানোই না।
তোমার রঙ আর গন্ধের নেই কোন প্রয়োজন
আমি এখন এমনিই শাহেনশাহ।

তুমি বোঝোই না
তোমার আর সখার নেই প্রয়োজন
আমি এখন এমনিই কৃষ্ণ।

তুমি চেয়ে দেখেছ একবারও
তোমার পাশে আর কেউই নেই?
সবাই চলে গেছে রঙ তুলি হাতে
তখন আমিই এক মাত্র মাইকেল এঞ্জেলো।

আমি যতবার প্রসারিত করেছি আমার দু'হাত
তুমি ততবার বলেছ,
'রাজাকে ভিখারি সাজলে খুব ভালো দেখায়'।

তুখোড় একনায়ক

ইচ্ছে আমার—
এক অসাধারণ
কোন একনায়ক হয়ে বাঁচব কিছুদিন।
সবই ধোঁয়াশা
মৃত্যুই যখন একমাত্র সত্য
সবই অনিশ্চিত শিষ্টাচার
তখন লাঠি ভর দিয়ে বেঁচে থাকা কেন?

তার আগেই শুষে নিতে হবে
পুরো পানপাত্র—গরল এবং অমৃত সবটাই
শিখে নিতে হবে
রোমের বাইজেন্টাইন সভ্যতা
কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ
এবং আলেকজান্ডারের অসি চালনা।

মাথায় হাত বুলিয়ে অথবা চাবুকের ঘায়ে
বিদায় দিতে হবে ঘৃণা লজ্জার অবশেষ।
তারপর একরাশ কাজ
একঝাঁক দায়িত্ব—
সুতপার স্বপ্নপূরণ
নন্দিনীর জন্য এক কুড়ি কবিতার বই
রাজ্যবাসীর জন্য একটা মনোরম ছোটোগল্প
পৃথিবীর জন্য একটা নিরাপদ আবাসন।

সে কারণ ইদানিং মনে জেগেছে ভয়ানক এক বাসনা
আমি বিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরি হাতে নেব
আমার আপন সাম্রাজ্যে আমি হব
তুখোড় একনায়ক।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

প্রাচীন গল্প

আবার বহুতলে আগুন
মিসেস চ্যাটার্জী বললেন,
‘বহুতলেই তো মগজ ধোলাই।
রিপোর্টারের সাধ্য কি
অন্ধকারে বলে দেবে ওটা শাড়ি না নারীর সম্ভ্রম?
চোখে কি পড়ল এসে—চাঁদ না কিশোরীর কষ্ট?
রঞ্জন কেন বেকার, বি এ অনার্স, এম এ?
বাগান পুড়ছে কেন টি আর পির ছোবলে?’

তরুণী খুন না আত্মহত্যা? সে পরে হবে।
ফিসফ্রাই আর চা পানে—সাপের ল্যাজে কালো গোবর?
সাথে বয়ফ্রেন্ড ছিল না শরীরে আঘাত ছিল?
তরুণীর দেহ আবৃত না অনাবৃত?
সিসিটিভি ছিল, সাংবাদিক বলছে, ভিডিও ট্যাম্পারিং
এ নিয়েই বিতর্ক চলবে ঘণ্টা দুয়েক
বাকি কথা পরে হবে মোবাইলে
দেনাপাওনার চারণভূমি মশারি ঢাকা কফিনে।

গসিপ উঠলে সময় দিতে হয়, বুঝলেন?
মিসেস চ্যাটার্জিকে বোঝাতে পারিনি—
‘লক্ষণ রেখার ভেতরে সাপ লুডো খেলায় চাপ নেই
ইমেজ নষ্ট করলেন রঞ্জনকে ফ্লাটে এনে
বেচারির কি দোষ!’

রেপ না বিষপান না ত্রিকোণ সম্পর্ক?
ন’তলার আগুন শর্টসার্কিট না প্রমোটারের অন্তর্ঘাত?
রঞ্জন বন্ধু না ক্ষণজীবী বেড়াল?
কফি হাউস আর আড্ডার চায়ের কাপে ঝড়
এ তো আজকের নয়।
রঞ্জন, তরুণী আর ন’তলার গল্প
বহু প্রাচীন সে গল্প।

ফড়িং ও ফুল

ঠাকুমাকে মনে পড়ছে
ছোটবেলায় ঠাকুমা বলত,
‘ফড়িং ধরিস না দাদু
ফড়িং ফুলের বন্ধু
ফুলেরা কষ্ট পাবে
কাউকে কষ্ট দিতে নেই
ফড়িংও পরজন্মে ফুল হবে’।

আমি পরজন্মের অপেক্ষা চাই না
আজই চাই—এখনই চাই
একটা পরিপূর্ণ নারী চিত্র আঁকতে চাই
সে থাকবে ক্যানভাস আর আমার মধ্যিখানে।
তাহলে সে পালাতে পারবে না কোনদিন।

ঠাকুমা গল্প শোনাত
প্রেমহীন গল্প সব
রাজা রানী
রাজপুত্র রাজকন্যা
বেঙমা বেঙমী
ওরা প্রেম বিরহের ধার ঘেসত না
ভালোই ছিল তখন ওরা।

ঠাকুমাও সাত বছর বয়সে পালকি চড়ে এসেছিল
সিঁদুর পরেছিল প্রেম ছাড়াই।
এখন ফুল আর ফড়িঙদের সাথেই আছে ওপারে
স্বর্গের কোন বাঁধাধরা ঘরেই হবে হয়ত
ওখানেও এভাবেই অভ্যস্ত ঠাকুমা
প্রেম দেখেনি, স্বাধীনতা শব্দ শোনেইনি, জীবন দেখেনি।

স্বর্গে নারী আছে, ফড়িং আছে, ফুলও আছে।
স্বর্গেও প্রেম নেই—ব্রহ্মার নিষেধে
সফল পুরুষ সুফলা পৃথিবীতে অনায়াস
আর প্রেমহীন স্বর্গেও সমান্তরাল।

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

ঝড় বৃষ্টি ও সোনা রোদ্দুরে

স্বেচ্ছা নির্বাসনে গানের স্বরলিপি হয় না।
তখন উদ্যানে আগুন জ্বালাতে হয়
তখন পশুখামারে বাঁশি বাজাতে হয়
তখন স্পার্টাকাসের গল্প শোনাতে হয়।

তখন একটা ব্যর্থতার কষ্ট নিয়ে
আবার কি বোর্ডে আঙুল ছোঁয়ালেই বৃষ্টি।
যত শক্তি ব্যর্থতার উত্তাপে
যত যন্ত্রণা নিষেধের রক্তচক্ষুতে
যত উত্তেজনা প্রত্যাঘাতের মুষ্টিতে।

আমি মানুষের স্রোতে যাচ্ছি
সকলেই পুরনো বীণায় নতুন তার বাঁধছে
হারিয়ে যাওয়া মানুষ আবার উঠে আসছে
সমুদ্রের তলদেশ ফুঁড়ে উঠে আসছে
হিমালয় থেকে নেমে আসছে
সোনা রোদ্দুরে সমতলে জড়ো হচ্ছে
ওরা প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতিতে
নতুন সুর বেঁধেছে নতুন গানে।
আমাকেও খুঁজে পাবে সেখানে—
কারও বীণা বয়ে বেড়াচ্ছি হয়ত।

এখনও তোমরা মরা শ্যাওলার স্বপ্ন দেখছ যারা
ভাঙা নৌকোয় ঘুমিয়ে
অন্ধ ঘরে নোংরা শয্যায়
উঠে এস পতিত নৌকোর বাইরে
উঠে এস অন্ধ অচলায়তন ছেড়ে
আমাদের নতুন ঘর হবে এখন খোলা আকাশের নিচে
ঝড় বৃষ্টি ও সোনা রোদ্দুরে
ভারতবর্ষের মধ্যিখানে।

মুক্তি

এক কাঁধে ইতিহাসের বই নিয়ে হাঁটছিল
যুবক হরিহরণ
অন্য কাঁধে ছিল আগামীর স্বপ্ন।
একবার হোঁচট খেয়েছিল হরিহরণ
একটা ধাক্কায় ওর দিঘির জল শুকিয়ে গেল
তখনই আন্দামানে লাগল আগুন
প্রথমে আগুন জ্বলে মনের সাজঘরে
শরীর বেয়ে সে আগুন পৌঁছে গেল সুতপার আঁচলে
পুড়ে ছাই হয়ে গেল আকাশে সাজানো ইতিহাস
মেঝেতে বিছানো আদর্শ আর দর্শন
হরিহরণ সুতপা দুজনেই দগ্ধ হল।

পেছনে থেকে ছুরি মারলেই সবাই মরে না
ঘুরে দাঁড়াতে জানতে হয়
হরিহরণ বলে 'আমাকে তোমরা ব্যবহার করেছ'
—'আমরাও তোকে কম দিয়েছি'?
তাহলে তোমাদের দেওয়া নেওয়ার পৃথিবী?
রাতের আঁধারে বোঝাপড়া?
রাত ফুরলে জ্ঞানপীঠ খাতা কলম?

হরিহরণ মানতে পারেনি নতমস্তকে।
অনেক খুঁজেছে তত্বকথার বইগুলো, পেয়েছিলও খুঁজে।
কার্পেটের তলায়
জমা ধুলোয় জড়িয়ে।
সেখানেও রাজার রক্তচক্ষু
রঞ্জন আর নন্দিনী কত মাথা ঠুকেছে রাজদরবারে
রক্তকরবী ছিঁড়ে রক্তই ঝরেছে।

তুমি ওঠো, তুমি দক্ষিণপন্থি
তুমি বসো, তুমি বামপন্থি
অদ্ভুত এক শরীরচর্চা।
'পুড়েই যদি ভস্ম হব
তবে আদেশের অগ্নিশলাকায় বিদ্ধ হব কেন?'

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

—হরিহরণ নিজেকে প্রশ্ন করে।
যন্তর মন্তর ছেড়ে বাইরে বেরল হরিহরণ।
একটা বড়ো শ্বাস নিল,
জামা জুতো ছাড়া খালি গায়ে
রোদে হাঁটতে শুরু করল সুতপার হাত ধরে
তখন অন্যরকম এক ভালোলাগা।

ইচ্ছা মৃত্যু

তুমি তো ছিলে এক নিটোল পুরুষ
নানান রঙের জলে তুমি স্নান কর না কখনও।
বলেছিলে,
‘এক ফুলের গন্ধেই আমার দুরন্ত ঘুম।
তুমি একা গান করতে ভালোবাসতে
একতারা হাতে আমিই ছিলাম একমাত্র সঙ্গী’।

সেদিন তুমি যখন
আকাশের সব রঙ মেখে সাতরঙা রঙধনু হলে
ছুটে গেলাম তোমার কাছে
নাচলাম আমিও, ভয়ে ভয়ে পা মেলালাম।
বলেছিলাম, ‘তুমি উড়ে যাবে না তো?’
তুমি উত্তর দিলে না,
বললে, ‘আমি বাদামি পাহাড় ভালাবাসি’।

নারীমন জন্ম থেকেই নাচতে শিখেছে
পুরুষ চোখের তৃষ্ণার তালে তালে।
আমিও নাচতে শুরু করলাম—
নাচতে নাচতে কখন যে বর্ষা ময়ুরী হয়ে গেলাম!
পেতে চাইলাম তোমার গায়ের ধুপ আর গন্ধ
নতুন অনুশীলনে ঝাঁপ দিতে চাইলাম কোবালাম বীচে
স্বল্পবাসে গায়ে মাখতে চাইলাম তোমার গায়ের রঙ
আমার ডানায়, চুলে, নিঃশ্বাসে
আমার শরীরের চিলেকোঠায়।

মেখেওছিলাম কিছুটা রঙ তোমার নাকে নাক ঘসে
বুঝেছিলাম তোমার মন ভরেনি আমাতে
সব নারীই বুঝতে পেরে যায় অভ্যস্ত অভ্যাসে।
আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে ক্যানভাস
তোমার তুলির হ্যাঁচকা টানে
সব রং হয়ে গেল লাল, রক্ত ঝরল শরীর বেয়ে
চোখ ভরে এল কান্না
এক ঝাপটা বৃষ্টিতে
আমার গর্বের আঁকা ছবি হয়ে গেল পাংশুটে নদী

D:E:/ Gita 18-19/Tapan Kumar Biswas.pm 65 [3rd proof]

চরায় আটকে গেল স্বপ্নের সোনাডিঙি।

তোমাকে আর আমি চিনতে পারলাম না।
রঙ বৃষ্টি আর অর্কেস্ট্রাতে
তোমাকে আর আলাদা করতে পারলাম না।
হারিয়ে ফেললাম আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা।

ওদের ওড়নার আড়ালে তোমাকে ঘিরে রাখল
বেঁধে দিল তোমার চোখ-মন,
তুমি অন্ধ হয়ে গেলে উন্মত্ত বডি স্প্রের গন্ধে।
আমি চিৎকার করলাম, 'ওদিকে গভীর অরণ্য, যেও না রথিন'।

আমার হাত থেকে একতারাটি পড়ে গেল গভীর খাতে বহু নিচে
ইচ্ছামৃত্যুর মত সব বিচূর্ণ হল শিলং পাহাড়ে।
বসে রইলাম আমি খাতের কিনারে মাটি আঁকড়ে
প্রজাপতির ছিন্ন ডানা পড়ে রইল কন্যাকুমারীর তীরে
আমি এখনও খুঁজছি তোমাকে সিকিম পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়।